কাব্যমঞ্জরী।

শ্রীবলদেব পালিত

প্রণীত।

যদপি মৎ কবিতা গুণ-বর্জ্জিতা
তদপি সাধু-সুখায় ভবিষ্যতি ।

ইতি সোলিমরাজ।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৫ সাল।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

202

নির্ঘণ্ট পত্র।

পাঠকবর্গের নিকট গ্রন্থকারের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠারম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহাকে শুদ্ধি পত্রানুসারে সংশোধন করিয়া লইবেন।

কাব্যমঞ্জরী।

ভূমিকা।

তাপময় এই ধরা, সুধু বিষ-ফল-ভরা ;
আস্বাদে মুমূর্ষু জনগণ ;
সে যাতনা জুড়াইতে, লোকে দিব্য ফল দিতে,
কাব্য কল্পতরুর সৃজন।
এক ক্ষুদ্র শাখা তার, অতি যত্ন সহকার,
হৃদে আমি করিয়া রোপণ,
আশা করি সুধা-ফল, নিয়ত শীলন-জল,
করিলাম তাহাতে সিঞ্চন।
পেয়ে ক্ষেত্র অনুকূল, হলো চারা বর্দ্ধ-মূল,
কালেতে ধরিল এ মঞ্জরী ;
কাব্যামোদি-বন্ধু যাঁরা, অতিশয় প্রীত তাঁরা,
এ সকল দরশন করি।
তাঁহাদের মতগামী হইয়া, এসব আমি
অদ্য করিতেছি প্রকটন ;
পণ্ডিত-মধুপগণ, যেন অনুরক্ত হন,
এই মাত্র মম আকিঞ্চন॥

কবিতার জন্ম।

এক নিশি শশি-করে, গ্রীষ্ম-দগ্ধ-কলেবরে,
একা আমি ত্যজিয়া ভবন,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে, গেলাম জাহ্নবী-তীরে,
সেবিতে শীতল সমীরণ।
হয়ে তথা উপনীত, সুস্থির করিয়া চিৎ,
মুখে গঙ্গাজল প্রক্ষালনে,—
বালুকা-পুলিনে বসি, দেখিতে ছিলাম শশী
বিম্বিত সে সলিল দর্পণে।
হেনকালে কর্ণে মম, ভ্রমর-গুঞ্জর সম,
প্রবেশিল রোদনের ধ্বনি ;
ইতস্ততঃ নেত্রপাত করি, দেখি অকস্মাৎ,
দক্ষিণে কাঁদিছে এক ধনী।
পদ্মগন্ধা সেই নারী, পদ্ম জিনি সুকুমারী,
পদ্মা সমা বসি পদ্মাসনে ;
মনোহরা বর-তনু, যথা পুরন্দর-ধনু,
বরষায় সুদৃশ্য গগনে।
নেত্র হতে অনিবার, বহিতেছে অশ্রুধার ;
নির্ঝর হইতে যথা জল।

---

* মৃত কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পরেই এই প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল।

শরীর কোমল হেন, অনুমান হয় যেন
নিশ্বাসে বিদরে উরঃস্থল।
এলায়ে পড়েছে কেশ, ছিন্ন ভিন্ন ভূষা, বেশ,
বাম-করে লগ্ন বাম গাল;
দেখি মনে ভ্রম হয়, হিম-পূর্ণ কুশেশয়
বিরাজিত সহিত মৃণাল।
তার শোক দরশনে, দুঃখ-পরি-পূর্ণ-মনে,
সুধালাম বিনয় বচনে,
"কে তুমি? কাহার নারী? বিধু-মুখ করি ভারি,
একেলা কাঁদিছ কি কারণে?
আপনার পরিচয়, দেহ, ধনি, সমুদয়,
কোন ভয় না মানিও মনে,
যদি কিছু উপকার, সাধ্য থাকে করিবার,
অবশ্য করিব প্রাণপণে।"
আমার কথায় ধনী, চমকি উঠি অমনি,
কষ্টেতে রোদন সম্বরিল;
স্বর-বদ্ধ নেত্র-নীরে, মৃদু ভাষে ধীরে, ধীরে,
এই মত কহিতে লাগিল।
"পৃথিবীর বাল্যকালে, যখন তিমির জালে
ব্যাপ্ত ছিল মানবের মন,
মিথ্যানাম্নী দিতি-সুতা, কাম-রূপা, মায়া-যুতা,
ভূ-মণ্ডল করিল শাসন।
মন্ত্রের মোহন-ফাঁদে, ভূতলে আনিয়া চাঁদে,
সে দানবী পতিত্বে বরিল;

তাহাতে জন্মিল কন্যা, রূপেতে ধরণী ধন্যা,
নাম তার কল্পনা রাখিল।
শুক্ল-পক্ষ-চন্দ্রোপমা, সে কুমারী মনোরমা,
বাড়িয়া উঠিল দিন দিন;
কৈশোরে রূপের তার, উপমা ছিলনা আর,
শশি-দ্বেষী নলিন মলিন।
বালা যত লীলা খেলা করিত অনূঢ়া-বেলা,
এক মুখে না হয় বর্ণন,
আরোহি আকাশ-যানে, ভ্রমিত সে নানা স্থানে,
গিরি, দরী, নগর, কানন;
কভু মেঘ-লোকে রঙ্গে, নাচিত চপলা সঙ্গে,
জলদের দুন্দুভির তালে;
কিম্বা, ধরি ইন্দ্রধনু, জলে নেহারিত তনু,
বিভূষিতা বলাকার মালে।
এমন অপূর্ব্ব মেয়ে, শুভাদৃষ্ট ফলে পেয়ে,
মিথ্যার বাড়িল অহঙ্কার;
নাশিতে তাহার মান, দর্প-হারি-ভগবান্,
করিলেন উপায় তাহার।
সূর্য্য-লোক পরিহরি, অবনীতে অবতরি,
সত্যদেব হইলা প্রকাশ;
মধ্যাহ্ন সহস্র-কর, জিনিয়া প্রখর-তর,
মুখে যাঁর আশ্চর্য্য বিভাস।
গৌর কান্তি, শুক্ল বেশ, কলঙ্কের নাহি লেশ,
অতিশয় উন্নত আকার,

অংশুমান জটাজাল, বাহুদ্বয় সুবিশাল,
বক্ষঃস্থল বিপুল-বিস্তার।
বিচার নামেতে তাঁর, করে খর তরবার,
অগ্নি-শিখা সম সমুজ্জ্বল;
তাহার ভীষণাকার দেখি, মানি চমৎকার,
কাঁপিল মিথ্যার দল বল।
সত্য-দেব পদার্পণে, সসৈন্য, সশঙ্ক-মনে,
পলায় অজ্ঞান-সেনাপতি;
মৃগেন্দ্রে দেখিলে পরে, যেমন ত্রাসিতান্তরে,
মৃগেরা পলায় দ্রুতগতি।
তথাপি যে সব স্থান, সত্য-দেব ত্যজি যান,
পুনঃ তথা আসিয়া অজ্ঞান,
বলিয়া মিথ্যার জয়, অধিকার করে লয়;
তিনি এলে আবার প্রস্থান।
কিছু কাল এইমত, বিগ্রহে হইল গত;
মিথ্যা ত হারিয়া নাহি হারে;
কিন্তু ক্রমে ছারখার, দেখি নিজ অধিকার,
ব্যগ্র হলো সন্ধি করিবারে।
এ দিকেতে মহামতি, সত্য-দেব ত্যক্ত অতি,
স্বীয় ধামে যেতে আকিঞ্চন;
হেন কালে দৈবাধীন, পথি-মধ্যে এক দিন,
কল্পনার সহ সংঘটন।
যেন দীপ্ত-সৌদামিনী, হেরি সেই সীমন্তিনী,
মুগ্ধ সত্যদেবের মানস;

করস্থ বিচার-অসি, ভূতলে পড়িল খসি;
হৃদয়ে জন্মিল নব রস।
মিথ্যা-সুতা কাছে গিয়া, সবিনয় সম্ভাষিয়া,
পানি-গ্রহণের অভিলাষ,
মধুর, মোহন স্বরে, সত্যদেব সকাতরে,
অতঃপর করিলা প্রকাশ।
তাঁর রূপ নিরীক্ষণে, মোহিনী মোহিত-মনে
সম্মতি জানাল মৌন ছলে;
গল-মাল্য বদলিয়া, তখন গান্ধর্ব্ব-বিয়া,
দুজনে করিলা সেই স্থলে।
মাতা রাগ করে পাছে, এই ভয়ে তার কাছে,
একথা না কহিল ললনা;
কিছু দিন পরে তারি, উদর হইল ভারী,
গর্ভিণী হইল চন্দ্রাননা।
গর্ভ প্রকাশের ডরে, না থাকিতে পারি ঘরে,
বনে বালা করিল প্রস্থান;
মিথ্যা মিথ্যা অনুমানে, চড়ি বুঝি ব্যোম-যানে,
নন্দিনী ভ্রমিছে নানা স্থান।
দশমাস গর্ভ ধরি, আমারে প্রসব করি,
জন-শূন্য অরণ্য ভিতর,
কল্পনা নিষ্ঠুর মনে, বাল্মীকির তপোবনে,
ফেলি চলিলেন অতঃপর।
দৈব-যোগে বাগীশ্বরী, ভ্রমণের ইচ্ছা করি,
হঠাৎ নামিয়া সেই স্থলে;

দেখিলেন সদ্যোজাতা, কন্যা এক বিনা মাতা,
কাঁদিছে পড়িয়া বৃক্ষতলে।
দৃষ্টি মাত্র সেই ক্ষণ, মম জন্ম-বিবরণ
জানি দেবী অন্তর-যামিনী,
স্নেহার্দ্র, দয়ার্দ্র মনে, ভূমি হতে সযতনে,
কোলে লৈলা হয়ে উৎসুকিনী।
তৎপরে আমারে লয়ে, বাল্মীকির পর্ণালয়ে,
বাণী মাতা করিলা গমন;
মুনির নিকটে গিয়া, কোলে তাঁর সমর্পিয়া,
আজ্ঞা দিলা করিতে পালন।
বাল্য-কালে পিতৃ-সম, পালি সে মুনিসত্তম,
কবিতা রাখিলা মম নাম,
আমারে হৃদয়ে করি, রামের চরিত স্মরি,
রচিলেন কাব্য অভিরাম।
কৈশোর অতীত হলে, সরস্বতী কুতূহলে,
আমারে করিলা সহচরী;
দিয়া নানা অলঙ্কার, সদা কাছে আপনার,
রাখিতেন অনুগ্রহ করি।
এক দিন তাঁর সঙ্গে, বিমানে চড়িয়া রঙ্গে,
গেলাম পিতার নিকেতনে।
পেয়ে মম পরিচয়, সত্যদেব সহৃদয়,
তুষিলেন করুণ-বচনে।
পরে আত্ম-বিবরণ, করিলেন বিজ্ঞাপন,—
মিথ্যার না ঘুচে অধিকার।

তাঁহার প্রচণ্ডালোকে, ভয় পেয়ে অজ্ঞ লোকে,
নিকটেতে নাহি আসে আর।
অনেকেতে এ প্রকার, শরণ লয়ে ও তাঁর,
মিথ্যা প্রতি আসক্ত-হৃদয় ;—
ভ্রান্তিময় চন্দ্র-করে, লোকে যথা বাঞ্ছা করে,
দেখিতে স্বভাব-শোভা-চয়।
শুনিয়া পিতার বাণী, ভগবতী বীণাপাণি,
পরামর্শ দিলেন তাঁহারে।
'মিথ্যা-প্রিয় প্রজা দলে আনিবারে করতলে
দেহ ভার তোমার কন্যারে।
'কবিতার অধিষ্ঠান, হয় দেখ যে যে স্থান,
ত্রিদিব তথায় আবির্ভাব ;
'পদ-ন্যাসে সুকোমল, ফুটে শত শতদল,
শোভা ধরে সমস্ত স্বভাব।
'নিন্দিয়া তরুণ-রবি, তব নন্দিনীর ছবি,
পিকবর জিনিয়া সুস্বর ;
'রূপে আর সুধা-ভাষে, ভুলে লোকে অনায়াসে,
হইবে উহার অনুচর।
'রূপক-পুষ্পক-রথে, যে সময় মনোরথে,
তব সুতা করিবে ভ্রমণ,
'মিথ্যাধীন প্রজাগণে, কল্পনা ভাবিয়া মনে,
লবে আসি উহার শরণ।
'করিতে মানস-বশ, শিখায়েছি নবরস ;
প্রত্যেকে হইবে সহকারী ;

'যাহার যেমন মন, তারি মত রসায়ন,
করিবেন তোমার কুমারী।'
তাতে এই সুমন্ত্রণা, দিয়া শ্বেত-পদ্মাসনা,
অমনি হইলা অন্তর্দ্ধান।
সে অবধি এই মর্ত্যে, লোকের হিতের অর্থে,
আমি করিলাম অবস্থান।
কলিতে সাহিত্য-রবি, কালিদাস মহাকবি,—
বর-পুত্র ছিল সে আমার।
কণ্ঠে তার করি বাস, শকুন্তলা-ইতিহাস
করিলাম নাট্যেতে প্রচার।
আর আর চমৎকার, কাব্য যত আছে তার,
মম বরে সকলি রচিত;
অদ্যাপি তাদের রস, পান করি গায় যশ,
যত সব রসিক পণ্ডিত।
কিন্তু হায়! বাহুবলে যখন যবন দলে
ভারত করিল অধিকার,
স্বাধীনতা-দেবী সঙ্গে, ভঙ্গ-মনে মান-ভঙ্গে,
করিলাম দেশ পরিহার।
শতাব্দ হলো লঙ্ঘন, কৃষ্ণচন্দ্র ভূভূষণ,
বঙ্গ-রাজ্যে আনিলা আমায়;
আমা হৈতে সদাশয় লভিলেন কবিদ্বয়—
প্রসাদ, ভারতচন্দ্র রায়।
মম পূর্ব্বদুঃখ যত, প্রায় হয়ে ছিল গত,
উভয়ের সুখ্যাতি শ্রবণে;

তাদিগে হারায়ে, হায়! শোকাগুন পুনরায়,
দ্বিগুণ উঠিল জ্বলি মনে।
তারি কিছু কাল পর, মদন ও কবীশ্বর,
নির্ব্বাণ করিল সে অনল;
কাল কিন্তু বাদ করি, আবার তাদিগে হরি,
করিয়াছে অন্তর বিকল।
সেই শোকে অনিবার চক্ষে বহে অশ্রুধার;
পুত্র আর পাব কি তেমন!
দুঃখে বুক ফেটে যায়; এ কথা কহিব কায়,
করি তাই নির্জ্জনে রোদন।”
‘কবিতা’ দেবীর কথা শুনে, মনে হল ব্যথা,
নয়ন ভাসিল অশ্রুনীরে;
সান্ত্বনা করিতে যাই, কিন্তু দেখি তিনি নাই;
একা আমি বসি গঙ্গা-তীরে।

স্বীয়া এবং পরকীয়া নায়িকা।

একদা নিশীথ-কালে, চন্দ্রের কিরণে
একাকী পালঙ্গোপরি শুইয়া প্রাঙ্গনে,
চিন্তায় নহিল নেত্রে নিদ্রার নিবেশ ;
কল্পনা-প্রবাহ ক্রমে বাড়িল বিশেষ ;
স্বীয়া আর পরকীয়া নায়িকা বিষয়ে
নানা ভাব আবির্ভাব হইল হৃদয়ে ;
হেনকালে মৃদু মন্দ অনিল-বাহনে,
নিদ্রা দেবী আইলেন নয়ন-ভবনে ;
তাঁর বশে তৃপ্তি-রসে মগ্ন হল মন ;—
অতঃপর দেখিলাম অপূর্ব্ব স্বপন।

প্রত্যক্ষ হইল এক নিকুঞ্জ-কানন,
নানা-তরু-সুশোভিত, নয়ন-রঞ্জন ;
তদুপরি সুধাংশুর সুবিমল কর
রজত-মুকুট প্রায় শোভে মনোহর।
স্থানে স্থানে ঘন ঘন পাদপ নিচয়
অন্ধকারে পদতলে দিয়াছে আশ্রয় ;
স্থানে স্থানে ছায়া আর চন্দ্রের কিরণ
ক্রীড়া ছলে পরস্পর করে আলিঙ্গন।
আলোকে, ঈষৎ বাতে তর তর স্বরে,
রক্তাশোক-কিশলয় চিকি মিকি করে।

মাঝে মাঝে গুরু-উরু রম্ভাতরুগণ
তরুণীগণের শোভা করেছে ধারণ ;
নব পত্রে ঢাকা যেন কৌষেয় অম্বরে,
কিঞ্চিৎ নমিত গাত্র মোচা-কুচ ভরে।
কদম্ব-কদম্ব কিবা দেখায় ললিত !
কি শোভা বকুল-কুলে মুকুল-মণ্ডিত !
কুত্রাপি নবীন নীপ জড়ায়ে উল্লাসে,
নবীনা মাধবীলতা ফুল ছলে হাসে।
অবনত সহকার মুকুলের ভরে,—
মঞ্জরি-পরাগ-মাখা ভ্রমর গুঞ্জরে।
মদকল সুধাকণ্ঠ পরভৃত দলে
মুহুর্মুহু কুহুকুহু করে কুতূহলে।
পাপিয়া, মাতিয়া রঙ্গে, পিউপিউ রবে
জ্ঞান হয় জাগাইছে সুপ্ত মনোভবে।
নূতন নূতন তানে গায় শামাগণ ;
ভৃঙ্গরাজ কূজিতে গুঞ্জিত কুঞ্জবন ;
ডালে বসি দয়েল মধুর ধ্বনি করে ;
কৌতুকে কপোত-কুল কুহরে কোটরে।
হরিতে মানিনী-মান, স্মর-আজ্ঞাবহ
'বউ কথা কহ' বলে বউ-কথা-কহ।
ফুটেছে বিবিধ কলি, অলি আনন্দিত ;
রজনী-গন্ধের গন্ধে দিক্ আমোদিত।
কামিনী-কুসুম-প্রেমে প্রমত্ত পবন
বাস ছলে বাস তার করিছে হরণ।

মধুব্রত-প্রপালিকা শেফালিকা যত
হৃদয় ভাণ্ডার খুলে মধুদানে রত।
প্রফুল্লিতা মধুমল্লী পবনালিঙ্গনে ;
কুচ যুগে যার হার পরে রামাগণে।
কবরীর উপযুক্ত চাঁপা-কলি ফুটে ;
বায়ু যোগে বাস যার বহুদূর ছুটে।
কর্ণপূর-যোগ্য ফুটে কর্ণিকার-ফুল ;
ফুটে নব-কুরু-বক সীমন্তানুকুল।
উদ্যানের বাম ভাগে সরঃ এক শোভে ;
বিকচ কুমুদ যথা অলি-চিত্ত লোভে।
নব মেঘ তুল্য তার ঘন-নীল জল
সমীরণ সহকারে সতত চঞ্চল।
পূর্ব্বেতে অপূর্ব্ব ঘাট হেরি মুগ্ধ মন,
পাষাণ সোপান তার অদ্ভুত গঠন।
উপরে মন্দির এক কাঞ্চন-রচিত ;
চূড়ায় উড়িছে ধ্বজা মকর-চিত্রিত।
রতন মণ্ডিত তার অবারিত দ্বার ;
ভিতরে হীরকালোকে হরে অন্ধকার।
মণিময়-সিংহাসনে, পাষাণ-মূরতি
সেখানে বিরাজমান রতি, রতিপতি।
আহা! কি অপূর্ব্ব দীপ্তি উভয় বদনে!
সহসা সজীব বলি ভ্রম হয় মনে।
সম্মুখে কুসুম-চাপ দেখি বিদ্যমান ;
কুসুম-মণ্ডিত তায় শোভে পঞ্চবাণ।

সুমন্দ, সুগন্ধ-যুত মলয়-পবন
আনন্দে করিছে তথা চামর-ব্যজন ;
আপনি বসন্ত বুঝি হয়ে পুরোহিত
আরতি করেন তথা যেমন বিহিত ;
শঙ্খ আর ঘণ্টা-নাদ না হয় সেখানে—
ভ্রমর-গুঞ্জর-ধ্বনি শুনি মাত্র কাণে।
প্রজ্বলিত কাম কুণ্ড অপূর্ব্ব অনলে ;
নির্ব্বাণ না হয় তাহা অনিলে বা জলে ;
এই মাত্র লেখা আছে সেখানে পাষাণে,
'বিরহি-হৃদয় দাহ হয় এই স্থানে'।
মন্দিরের চতুর্দ্দিক করি নিরীক্ষণ,
চমৎকার চমৎকার দৃশ্যে মোহে মন।
কোন স্থলে ভিত্তি মাঝে রয়েছে খোদিত
নানামত চিত্রকাব্য আদি-রসান্বিত।
কুত্রাপি বিচিত্র চিত্র আছে অগণন ;—
মহেশের ধ্যান-ভঙ্গ, সম্বর-নিধন,
বৃন্দাবনে ব্রজনাথ নিকুঞ্জ-কাননে
যুবতী গোপিনী সহ রত নিধুবনে।
নিরখিয়া স্থির চিত্তে এ চিত্র সকল,
স্পন্দ-হীন হল মম নয়ন যুগল।
হেন কালে, কর্ণে শুনি নূপুর-সিঞ্জিত,
দ্বার-দেশে দাড়ালাম হয়ে সচকিত।
দেখিলাম চন্দ্রালোকে জনেক কামিনী,
চঞ্চলা সমান রূপ, চঞ্চল-গামিনী,

রঙ্গিনী সঙ্গিনী ত্রয় সঙ্গেতে লইয়া,
আসিছে মন্দির পানে উৎসুকী হইয়া
আমারে দেখিয়া বালা সতর্ক হইল ;
সখীগণে রাখি দূরে নিকটে আইল।
হেরি তার ভাব, হাব, গতি মদালস,
বিস্ময়ে হইল পূর্ণ আমার মানস।
প্রগল্ভ-প্রকাশ্য-আস্য হাস্য তায় ভরা,
সাক্ষাৎ উর্ব্বশী, কিম্বা মেনকা অপ্সরা !
অঙ্গ-ভঙ্গে যেন কত অনঙ্গ খেলায় ;
কাল-ফণী সম বেণী দংশিবারে ধায়,
কেশ-পাশে শত শত হীরাখণ্ড জ্বলে ;—
যেমন তারকগণ গগন-মণ্ডলে।—
বাঁকা ভ্রূ-বিলাস-শালী চঞ্চল লোচন
কটাক্ষে কাড়িয়া লয় যুব-জন মন ;—
দীপ্ত-দাবানল যথা, উজ্জ্বল বরণ,
নয়ন-মোহনকারী, অথচ ভীষণ।
কামাগ্নি-প্রদীপ্ত-কর, হর-দর্প-হর,
পয়োধর তার যেন আগ্নেয়ভূধর ;
বেষ্টিত দামিনীবৎ মুকুতার হারে ;
কাঁচলিতে কোন মতে রাখিতে না পারে।
একেত মোহিনী মূর্ত্তি যৌবন প্রভায়,
ভূষাগুণে শতগুণে শোভা বৃদ্ধি তায়।
এমন রমণী মণি নিরখি নয়নে,
পরিচয় লতে হবে ভাবিলাম মনে ;

কিন্তু মম সুধাবার অগ্রেই সে ধনী
কাছে আসি হাসি হাসি সুধাল আপনি।
" একাকী যুবক তুমি, নিশীথ সময়ে,
" আসিয়াছ এ মন্দিরে বল কি আশয়ে?
" অনুভবে বুঝি তুমি প্রণয়-প্রয়াসী;
" নেত্রে তাই নিদ্রা নাই, হয়েছ উদাসী।
" কেন তবে ইতস্ততঃ করিছ ভ্রমণ?
" আমার অধীনে কর সকল যৌবন।
" 'পরকীয়া' নাম মম খ্যাত চরাচর,
" অবনীতে অবতার তরাইতে নর।
" ভুবন-বিদিত মম পিতা পঞ্চবাণ;
" যাহাঁর মন্দির এই দেখ বিদ্যমান।
" উচ্চ-বংশ-জাতা মাতা, নাম তাঁর 'মতি',
" 'কুমতি' তাঁহারে বলে যত দুষ্ট-মতি।
" রতি-দেবী বরে মম অচল যৌবন;
" পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে যথেচ্ছা গমন।
" তুষ্ট হয়ে মীনকেতু এই উপবন,
" আমার ক্রীড়ার হেতু, করিলা সৃজন।
" নৃত্য, গীত, বাদ্য আদি বিলাস কলাপ—
" এ ভিন্ন এখানে আর নাই অন্যালাপ।
" অগণন নর, নারী লয় মমাশ্রয়;
" সদা তারা এই বনে নিধুবনে রয়।
" আমার অধীনে আছে যত বিদ্যাধরী;
" তাহাদের চেয়ে কত রয়েছে সুন্দরী।

" তোমার প্রতীক্ষা তারা করে প্রতিক্ষণ ;
" যারে ইচ্ছা তারে তুমি করহ গ্রহণ।
" আগে কিন্তু স্নান কর এই সরোবরে ;
" বৈতরণী সম গুণ যার জল ধরে ;
" স্পর্শ মাত্র যশাকাঙ্ক্ষা আদি তৃষ্ণা যাবে,
" অন্তরের মলিনতা অন্তরে পলাবে ;
" তবেত এ বনে তুমি বাস-যোগ্য হবে ;
" সুখের আলস্য-বশে চিরদিন রবে ;
" সংসারের ক্লেশ কিছু কাছে না আসিবে,
" অবিরত আনন্দের সলিলে ভাসিবে।
" এই ভ্রান্তি-সরো-বারি তব চক্ষে দিয়া,
" এস্থান মহিমা যত দিই দেখাইয়া।
" ওই দেখ কত শত যুবক, যুবতী,
" মধুপানে ঢল ঢল কামাসক্ত-মতি।
" ওই দেখ রস রঙ্গে নাগর সকলে
" নাগরীগণের সঙ্গে কেলি করে জলে।
" ওই শুন সুমধুর সারঙ্গীর তান ;
" বারাঙ্গনাগণে মিলি করিতেছে গান।
" তালে তালে সনুপুর-চরণ-চালনে
" কাম ফাঁসে উহারা বাঁধিছে যুবগণে।
" যদ্যপি ওদের প্রতি হয় তব রতি,
" এখনি আমার সঙ্গে চল শীঘ্রগতি।"
শুনি মোহিনীর বাণী মুগ্ধ হল মন ;
বেণু বাদ্যে জ্ঞান-হত কুরঙ্গ যেমন।

এমন সময়ে তথা, গজেন্দ্র-গমনে
আর এক নারী এল লয়ে সখীগণে।
চাকচক্য-হীন তার রূপ সমুজ্জ্বল ;
শারদ-কৌমুদী সম, বিমল, কোমল।
লজ্জা-নম্র-মুখী ধনী, বয়সে নবীনা,
সুস্নিগ্ধ-সরল-দৃশী, কটাক্ষ-বিহীনা ;
অন্তর-আদর্শ-রূপ বদন-মণ্ডল
প্রকাশ করিছে তার স্বভাব নির্ম্মল ;
বসনে বেষ্টিত, যেন শৈবালে কমল,
ভূষা বিনা তৃপ্ত করে নয়ন যুগল।
কাঁটা-হীন পদ্ম-নাল বাহু সুললিত ;
উরজ পঙ্কজ-কলি বাসে আচ্ছাদিত।
সীমন্তে সিন্দূর-রেখা বিদ্যুৎ আকার ;
অম্বরে আবৃত তবু হতেছে প্রচার।
সলজ্জ-মাধুর্য্য তার নিরখি বদনে,
সুধালাম ধীরে ধীরে বিনয় বচনে।
"কে তুমি গো? কার কন্যা? কার প্রণয়িনী?
"রূপে গুণে দেখি ধন্যা মানস-মোহিনি।
"কুলের কামিনী মত তব আচরণ ;
"লক্ষণেতে বিদিত হতেছে বিলক্ষণ।
"সদয় হৃদয়ে, বালে, পরিহরি ভয়,
"আপনার পরিচয় দেহ সমুদয়।"
আমার বিনয়-বাক্যে, বিশ্বসিত চিতে
সুধা-ভাষে সুধা-মুখী লাগিল কহিতে।

" কামদেবে তুষ্ট হয়ে 'মন' মতিমান
" 'সুমতি,' 'কুমতি,' দুই কন্যা দিলা দান।
" প্রথমা দেবীর গর্ভে জনম আমার।
" 'স্বকীয়া' বলিয়া নাম জগতে প্রচার॥
" জন্মাবধি বিমাতা আমায় প্রতিকূল;
" ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মম সদা ঈর্ষ্যাকুল।
" পরকীয়া কন্যা তাঁর এই দেখ চেয়ে;
" কোটি গুণে কুটিলা, কপটী তাঁর চেয়ে।
" ইহাঁদের জ্বালায় হইয়া জ্বলাতন,
" জনকেরে জানালাম সব বিবরণ;
" করুণা করিয়া তবে পিতা পঞ্চবাণ
" আমারে পৃথক হর্ম্ম্য করিলেন দান।
" মন্দির দক্ষিণে দেখ মহল আমার
" চন্দ্র-করে শোভা করে হিমাদ্রি আকার।
" সঙ্গিনী আমার এই তিন সহচরী;
" 'পরিতৃপ্তি,' 'সরলতা,' 'সুস্থতা' সুন্দরী।
" 'তৃপ্তি' ওই, শোভে যেই বিনা অভরণে;
" সহজে কনক-কান্তি, কাজ কি ভূষণে?
" উহার পাশেতে, যেন শশ-হীন-শশী,
" শুক্ল বেশে দেখ 'সরলতা' সুরূপসী;
" 'সুস্থতা' সখীরে বামে কর দরশন,
" কমল সদৃশ যার কোমল গঠন;
" গণ্ড-দেশে পদ্ম-ভ্রমে ভ্রমিছে ভ্রমর,
" সুধার আধার মুখ মন-মুগ্ধ-কর;

" ইহাদের সঙ্গে নিত্য এমনি সময়ে,
" পিতারে পূজিতে আসি এই দেবালয়ে।
" প্রত্যহ আসেন নাথ আমার সহিত;
" আজি সুধু তাঁর সঙ্গ হয়েছি বঞ্চিত।"—
বলিতে বলিতে বালা নীরব হইল।
লজ্জার আরক্ত-রাগ গালে দেখা দিল।
দেখি, সরলতা-সখী, নিকটে-আসিয়া,
" 'জ্ঞান'–প্রণয়িনী ইনি," কহিল হাসিয়া।
" হৃদয়-পল্লব-বাঁধা হৃদয়-বল্লভ,
" ইহাঁর যে সুখ তাহা দেবের দুর্লভ।"
  শুনি অতি ক্রোধবতী কুমতি-নন্দিনী;
সঘনে নয়নে তার ঝলকে দামিনী।
এতক্ষণ গাঢ় কোপে নীরব সে ছিল;
আরক্ত নয়নে তারে কহিতে লাগিল।
" মিছা তুই স্বকীয়ার করিস গৌরব;
" উহার সম্পদ যত জানি আমি সব।
" পিঞ্জরের পাখী প্রায় বদ্ধ থাকে ঘরে,
" অল্প-দর্শিতার তরে অহঙ্কারে মরে;
" স্বামীর সোহাগে বড় বাড়িয়াছে মান;—
" সে যে নিজে ঘোর মূর্খ নামে মাত্র 'জ্ঞান'।
" নহে কেন, নবনব প্রেম-রস ত্যজি,
" বৃথা সে যৌবন যাপে এক জনে মজি ?
" ইচ্ছা করি স্বাধীনতা করি পরিহার,
" উদ্বাহ-নিগড় পরে গলে আপনার ?

" যদি হে পথিক, তুমি স্বাধীনতা চাও,
" আমার আশ্রয়ে থাকি জীবন জুড়াও,
" কোকিল তোমার জন্য করিবেক গান ;
" ফুল-কুল করিবেক সৌরভ প্রদান ;
" সরসীর জল-কণা বহিয়া, পবন
" সতত তোমার অঙ্গে করিবে ব্যজন ;
" সম্মুখেতে লীলাবতী বারনারীগণ
" নৃত্য, গীত, হাব, ভাবে ভুলাইবে মন।
" এ সকল উদ্দীপনে, অন্তরে যখন
" আপনা হইতে হবে কাম-উদ্দীপন,
" ইচ্ছামত ললনায় লয়ে প্রেমোল্লাসে,
" মনোরথ কর পূর্ণ নিকুঞ্জ-নিবাসে।
" একের সহিত বাঁধা থাকিয়া কি কাজ ?
" নিত্য নবাঙ্গনা দিবে রমণী-সমাজ।
" নিত্য নব ফল খায় বিহঙ্গ নিকর,
" নিত্য নব ফুলে মধু পীয়ে মধুকর,
" নিত্য নব তৃণ লোভে কুরঙ্গের কুল
" কাননে কাননে ভ্রমে হইয়া ব্যাকুল ;
" অতএব প্রতিদিন নূতন নূতন
" মনের মতন লও রমণী রতন,
" নূতন নূতন রস করি আস্বাদন,
" নূতন নূতন সুখে তৃপ্ত হবে মন।"
পরকীয়া-ভাবে 'স্বীয়া' ব্যথিত অন্তরে,
সখী পানে চাইয়া কহিল মৃদুস্বরে।

" যাতে প্রীতি তারি প্রতি থাকে সুধু মতি,
" মহতের মহত্ত্বের স্বভাব এমতি।
" চকোর কেবল পীয়ে চন্দ্রের কিরণ;
" কভু সে কি পুষ্প-মধু করে আকিঞ্চন ?
" পিপাসায় চাতকের প্রাণ যদি যায়,
" তবু সে মহীর নীরে ফিরে নাহি চায়।
" শীতল শশীর করে মলিনী নলিনী;
" রবি-করে ছবি ধরে রবি-প্রণয়িনী।
" দিবাগমে পতিপ্রাণা কুমুদিনী সতী
" তপন-লপন হেরি সংকুচিতা অতি।
" বরষায় যে মেঘের গভীর গর্জ্জন
" শুনি, ভয়ে বিচলিত সকলের মন,
" হেন মেঘনাদে শিখী সুখী অতিশয়;
" সুরভী সময়ে তার নহে সুখোদয়।
" আর দেখ জড়েতেও হেন গুণ আছে;
" লৌহ সুধু যেতে চায় চুম্বকের কাছে"—
স্বীয়ারে অধিক আর কহিতে না দিয়া,
আমারে সহাস্য-মুখে কহে পরকীয়া।
" ভুলনা, যুবক, তুমি উহার কথায়;
" রত্নের ভাণ্ডার ফেলি একে কেবা চায় ?
" করি যত্ন নারী-রত্ন লও সমাদরে;
" রবি, শশী, অগ্নি সম ছটা যারা ধরে।
" তবু যদি একে রত হয় তব মন,
" মিলাইতে পারি আমি মনোমত জন।

" প্রেমেতে মিশায় প্রেম, জলে যেন জল,
" তারে কি বাঁধিতে পারে নিয়ম-শৃঙ্খল ?
" যেখানে মনের মিল সে রহে সেখানে ;
" দেশাচার, লোকাচার কিছু নাহি মানে।
" মিছামিছি পরিণয়ে কিবা প্রয়োজন ?
" প্রণয়-পাশেতে বদ্ধ রবে দুই জন।
" উর্ব্বশী সমান কত আছে বারাঙ্গনা।
" যারে ইচ্ছা তারে লয়ে পূরাও কামনা।
" কিম্বা কোন রসবতী কুলটা লইয়া,
" নির্জ্জনে রহস্যালাপ কর লুকাইয়া ;
" সঙ্কেত স্থানেতে ধরি কমলিনী-কর ;
" গোপনে লপনে তার হও মধুকর।
" অন্ধকার অনুকূল হবে হেন কালে,
" ঢাকিবে গগন-মুখ জলধর-জালে ;
" করেতে কঙ্কণ-ধ্বনি হইলে কিঞ্চিৎ,
" অমনি হইবে ধনী ভয়ে সচকিত ;
" প্রবোধ বচনে তার শঙ্কা করি দূর,
" তখন সম্ভোগ-সুখ পাইবে প্রচুর।"
পরকীয়া-মুখে শুনি এ সকল কথা,
অধোমুখে বলে স্বীয়া মনে পেয়ে ব্যথা।
" যে জন অসতী প্রতি হয় অনুকূল,
শেষেতে অবশ্য তার যায় দুই কূল।
" কতক্ষণ হুতাশন বস্ত্র-বাঁধা থাকে ?
" কুয়াসায় কতক্ষণ রবি-ছবি ঢাকে ?

"বরষা কালেতে ফুল্ল-কেতকীর বাস
"কতক্ষণ পত্রচয়ে রহে অপ্রকাশ ?
"হৃদয় আহুতি দিলে কাম বৈশ্বানরে,
"ধূম তার ব্যাপ্ত হয় দিগ্ দিগন্তরে ;
"মিলন না হতে লোকে করে কাণাকাণি
"পিরীতির এই রীতি পূর্ব্বাবধি জানি।
"গুপ্ত পরকীয়া-তরু-মূলে লুকাইয়া
"'কলঙ্ক' নিষাদ থাকে সাতনলা নিয়া ;—
"অপরূপ ফাঁদে তার চাঁদ পড়ে কাঁদে ;
"মানুষে কে গণে ? সেই দেবাসুরে বাঁধে।—
"ভ্রান্তি ক্রমে তথা যদি যাও ফল আশে,
"তখনি সে তোমারে বাঁধিবে নিজ পাশে ;
"সে সময় প্রিয়-তরু ছাড়িতে হইবে,
"তস্কর সমান দণ্ড উচিত পাইবে।"
স্বীয়া বাক্যে পরকীয়া ক্রোধানলে জ্বলে,
"মিছা কুমন্ত্রণা দিতে তোরে কেবা বলে ?
"পিরীতির অভিলাষী, রসিক সুজন
"যে রস সুস্বাদু তারি লবে আস্বাদন।
"বিচার করিয়া মনে বুঝ হে নবীন,
"যৌবনের অধিকার নয় চির দিন ;
"এই বেলা আমার হইয়া অনুগত,
"সুখ-ভোগ করে লও ইচ্ছা হয় যত,
"স্বীয়া নায়িকার কাছে কি ফল পাইবে ?
"এক ভাবে এ জীবন বিফলে যাইবে।

শুনি পরকীয়া-বাণী জ্ঞানের রমণী
সুধা-মাখা মৃদু-ভাষে কহিল অমনি।
"যদি, হে পথিক, তুমি জানহ নিশ্চয়
"জীবন, যৌবন তব চিরস্থায়ি নয়,
"পরকীয়া-ফাঁদে পড়ি অল্প সুখ লোভে,
"কেন চির-পরকাল মগ্ন রবে ক্ষোভে?
"মম বশে ইহকাল সুখে কাটাইবে;
"পরিণামে পরিতাপ কভু না পাইবে।
"বিধি বৈধ পরিণয়ে পবিত্র প্রণয়;
"সাধু জনে জানে তায় কত সুখোদয়।
"বিবাহিতা দয়িতার প্রিয় সম্ভাষণে,
"নির্ম্মল আনন্দ পতি পায় প্রতিক্ষণে;
"ভার্য্যাহীন জনের দুঃখের নাহি পার;
"কান্তার বিহনে তার আগার কান্তার।
"দয়িতা কেমন বস্তু, কত সুখাকর,
"বিশেষ জানেন তাহা দেব হরি হর;
"লক্ষ্মীরে হৃদয়ে তাই রাখেন মুরারি,
"উমা সঙ্গে অর্দ্ধ অঙ্গে থাকেন পুরারি।
"এক মুখে ভার্য্যা-গুণ না হয় ব্যাখ্যান;
"পঞ্চমুখে পঞ্চানন শক্তি-গুণ গান।
"আছে যার দেবদত্ত সতীত্ব-ভূষণ,
"অন্য অলঙ্কারে তার কোন্ প্রয়োজন?
"নয়নে পরেছে যেই লাজের অঞ্জন,
"সহজেই হয় সেই নয়ন-রঞ্জন।

" তার সহ পাংশুলার তুলনা কি হয় ?
" জোনাকী কি জ্বলে যথা রবি রশ্মিময় ?
" সম্পদ সময়ে কান্ত, কান্তার কারণে,
" দ্বিগুণ সন্তোষ পায় প্রণয়-বন্ধনে ;
" বিপদে পতিত যদি হয় কভু পতি,
" অর্দ্ধেক দুঃখের ভার বহে সেই সতী ;
" যেমন মাধবী-লতা, সুখ-মধুমাসে,
" চারা-আম্র-গলা ধরি প্রমোদ প্রকাশে ;
" যদিও শুকায় তরু নিদাঘের করে,
" তবু সে জড়ায়ে তারে থাকে প্রেম-ভরে।
" পরকীয়া নায়িকার বিপরীত ক্রিয়া ;
" শেষেতে বিপাকে ফেলে আগে আশা দিয়া ;
" যেমন আকাশ-বল্লী চড়ি চল-দলে
" রসহীন করে তারে আলিঙ্গন-ছলে।
" প্রভাতের ছায়া তুল্য অসতী-পিরীতি,
" ক্রমে ক্রমে খর্ব্ব হয় এই তার রীতি ;
" দয়িতার প্রেম পরাহ্নের ছায়া ন্যায়,
" দিন যত ক্ষয় হয় তত বৃদ্ধি পায়।
" সংসারের সার যেই তনয়-রতন,
" ভার্য্যা-রত্নাকর হতে মিলে সেই ধন।
" পুত্র-মুখ দেখি সুখ হয় যে প্রকার,
" সেই জন বুঝে মাত্র পুত্র আছে যার।
" ধন্য সেই যার সুত আধ আধ বোলে
" ধূলা মাখা কোমলাঙ্গে কোলে উঠে দোলে ;

" নিষ্ফল তরুর ন্যায় অপুত্রক-জন ;
" সংসারে তাহার আর কিবা প্রয়োজন ?
" পিতা, মাতা, ভ্রাতা আদি যত পরিবার—
" যাহাদের লয়ে লোকে তরে এ সংসার—
" সে সকল মিলে সুধু আমারি কৃপায়।
" বিবাহ নহিলে তারা থাকিত কোথায় ?
" সুধু নীচ পশুগণে জানেনা এ সুখ :
" তাহাদের কিবা দোষ ? বিধাতা বিমুখ।
" প্রশস্ত মানব-পদে হইয়া স্থাপিত
" পশুবৎ আচরণ করা কি উচিত ?"
পরকীয়া কহে, " ওহে পথিক সুজন,
" ওসব কথায় আর কেন দেও মন ?
" সদাশয়, তেজোময়, জ্ঞানী, বিচক্ষণ,
" আমার আশ্রয় লয় যত দেবগণ।
" সাক্ষী তার সুধাকর! যার দিব্য-করে
" অন্তর ও বাহিরের অন্ধকার হরে।
" বারেক বদন তুলি চাও নভো পানে ;
" দেখ দেখি চন্দ্রমার কি শোভা ওখানে!
" পবন জিনিয়া বল রাবণ ভূপাল
" আমার অধীন হয়ে ছিল চিরকাল ;
" ভুঞ্জিল অশেষ সুখ মম কৃপা-বলে ;
" অদ্যাপি তাহার নাম ঘোষে ধরাতলে।
" আর দেখ কালিদাস, অদ্বিতীয় কবি,
" সুধাধার জিনি যার কবিতার ছবি,

" বারাঙ্গনা-ফুল-কুলে হয়ে মধুকর,
" আদিরসে প্রমত্ত থাকিত নিরন্তর।"
অসঙ্গত কথা স্বীয়া না পারি সহিতে,
পুনরায় মৃদুভাষে লাগিল কহিতে
" মহতের দোষ ভাগ করিয়া বর্জ্জন,
" গুণগ্রাহী হইবেক চতুর যে জন।
" সিন্ধু হতে এত বারি লয় দেখ ঘন,
" তবু তার ক্ষার-দোষ না ধরে কখন।
" কাঁটা ত্যজি তুলে ফুল চতুর যে হয়;
" নীরে ক্ষীর পান করে হংস সদাশয়।
" মহতে যদ্যপি হয় অধর্ম্মের বশ,
" পৃথিবী যুড়িয়া তার রটে অপযশ।
" বিমল-শীতল-কর বটে সুধাকর,
" জগতের তমোহর, দৃশ্য মনোহর;
" আত্ম-দোষে উহার যশের হলো নাশ;
" বদনে কলঙ্ক-অঙ্ক পাইছে প্রকাশ।
" ছিল বটে দশানন প্রতাপে প্রবল,
" শেষে সে পাইল ভাল নিজ কর্ম্মফল;
" পতিব্রতা সতী সীতা ছলে আনি ঘরে,
" বংশ সহ ধ্বংস হল শ্রীরামের শরে।
" সরস্বতী-বরপুত্র কবি কালিদাস,
" যার কাব্য পাঠে হয় চিত্তের বিলাস,
" পরকীয়া রসে সেই প্রাণ হারাইল;
" আপনি ভারতী তারে বাঁচাতে নারিল।"

স্বকীয়ার হিত বাক্য শুনিয়া তখন,
এপ্রকার মোহিত হইল মম মন,
বাহ্য-জ্ঞান একেবারে প্রস্থান করিল ;
সমক্ষ যাবৎ বস্তু অলক্ষ্য হইল।
থাকিলাম বহুক্ষণ হেন অবস্থায় ;
না জানি কখন নিশা হইল বিদায়।
মোহ-ভঙ্গে দেখি ঊর্দ্ধে শশী অস্ত-শোভা ;
তড়াগে মলিনা তার হৃদয়-বল্লভা।
কিন্তু কিবা চমৎকার ! দিবসের গুণে,
পরকীয়া মুখ-ছবি ম্লান কোটী গুণে !
হইল খদ্যোতবৎ বিদ্যুৎ বরণ ;
কোটরে ঢুকিল আঁখি গলিত-অঞ্জন ;
গালের কুম্‌কুম্ ক্রমে বিবর্ণ হইল ;
অধরে অলক্ত-দাগ প্রকাশ পাইল ;
শৈলবৎ বুকে ছিল যেই কুচদ্বয়,
আলোকে কৃত্রিম বোধ হইল নিশ্চয়।
কিন্তু তারি বিপরীতে, স্বীয়ার বদন
অপূর্ব্ব উজ্জ্বল-কান্তি করিল ধারণ ;
অধরে করিল ম্লান পাকা বিম্ব-ফল ;
নয়নে জিনিল রবি, কপোলে কমল ;
নিশিতে যে সব শোভা অপ্রকাশ ছিল,
দিবালোকে ব্যক্ত হয়ে সকলে মোহিল।
হেন কালে পরকীয়া-সহচরী-গণ
ঠাকুরাণী লইতে করিল আগমন।

তাহাদের পানে চেয়ে, সরলতা ধনী
আমারে সহাস্যমুখে কহিল অমনি।
" পরকীয়া প্রিয়-সখী পশ্চাতে সবার,—
" 'পীড়া' নামে পরিচয় দেয় আপনার—
" ম্লান-মুখী, শীর্ণ-কায়া, জীর্ণ বাস পরে,
" চলিবার শক্তি নাই নড়ে বায়ু ভরে।
" 'অখ্যাতি' আসিছে আগে বিষাণ-বাদিনী;
" কাল-বর্ণা, অসি-হস্তা, কাল-স্বরূপিনী।
" মাঝে, চেয়ে দেখ 'শঙ্কা' অধর্ম্মের জায়া;
" কম্প জ্বরে সদা যার কাঁপিতেছে কায়া।
" যেমন দেবতা, তাঁর তেমনি বাহন;
" স্বভাবে স্বভাবে মিলে বিধির লিখন।
" পরকীয়া নায়িকার স্বরূপ প্রকৃতি
" এখন পথিক তব হল অবগতি।
" দেখে শুনে এসব উহারে যদি চাও,
" আমাদের দেবীরে ছাড়িয়া তবে যাও।"
শুনিয়া আমার মনঃ ভাবে গদ গদ;
চাহিলাম ধরিতে স্বীয়ার রাঙ্গা পদ;
তাহাতে ভাঙ্গিল ঘুম—স্বপ্ন হলো লয়—
পূর্ব্ব-ভাগে রক্ত-রাগে আদিত্য উদয়।

কাম-বন।

মনস্বী, তপস্বী, যতি   শুকদেব মহামতি,
কতকাল করি পর্য্যটন,
দেখিয়া অনেক দেশ,   উপনীত অবশেষ
যেখানে বিরাজে কাম-বন।
বিভাবরী সযৌবনা,   প্রায় পূর্ণ-চন্দ্রাননা,
কৌমুদী ছলেতে হাস্য করে ;
সে আলো-প্লাবিত বন,   আহা কিবা সুদর্শন !
হেরিয়া মুনির মনঃ হরে।
বাহিরের শোভা তার,   নিরখিয়া চমৎকার,
ঋষিরাজ বিস্ময়-অন্তর ;
হেন কালে বন-বাসী   এক জন যক্ষ আসি,
হল তাঁর সম্মুখ গোচর।
উদর বদন তার   ছিল বটে দীর্ঘাকার,
তবু তার রূপ মনোহর ;
সতৃষ্ণ নয়ন-দ্বয়,   স্বর্ণ, মণি, মুক্তাময়
ভূষায় ভূষিত কলেবর।
শুকদেবে, সমাদরে,   মধুর, মোহন স্বরে,
গুহ্যক জিজ্ঞাসে সবিনয় ;
" কে তুমি ? কি অভিলাষে এ মম বিপিন বাসে
আসিয়াছ দেহ পরিচয়।

"লোভ নামে খ্যাত আমি, এই অটবীর স্বামী,
সর্ব্ব দ্রব্য মিলে মম ঠাঁই ;
"স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে হেন ফল নাহি ফলে,
যাহা এই বন মধ্যে নাই।"
ঋষি কন," দ্বৈপায়ন- পুত্র এই অভাজন ;
দেশাটন করিয়া মনন,
"কত তীর্থ বেড়াইয়া, কত রাজ্য এড়াইয়া,
সম্প্রতি এখানে আগমন।"
যক্ষ বলে "তপোধন, বিলম্বে কি প্রয়োজন ?
অতিক্রম কর বন-সীমা ;
"বাসনা করিবে যাহা, এখনি পাইবে তাহা,
এমনি এ কানন-মহিমা।"
লোভ বাক্যে মুনিবর, অতি হরষিতান্তর,
তার সহ করেন গমন ;
দেখেন কানন মাঝে বিবিধ নিকুঞ্জ রাজে,
নিন্দিয়া নন্দন উপবন।
জন-শূন্য নহে বন ; স্ত্রী, পুরুষ অগণন
ভিন্ন ভিন্ন কুঞ্জ পানে যায় ;
যার যাতে হয় রতি সে তাহাতে করে গতি,
অন্য দিকে ফিরে নাহি চায়।
আছে পথ শত শত, পরিসর মনোমত ;
'মনোরথ' রথ চলে তায় ;
'প্রবৃত্তি' সারথিগণে, যাত্রীদের অন্বেষণে,
ইতস্ততঃ বিচরে তথায়।

মুনিরে দেখিতে পেয়ে, রথ এক এলো ধেয়ে,
মৃদুভাষে সারথি সুধায়,
"আজ্ঞা কর, তপোধন, কোন্ কোন্ উপবন
দেখিবার তব অভিপ্রায় ?"
বন-স্বামী কাছে ছিল, সত্বর উত্তর দিল,
"যাব মোরা প্রথম উদ্যানে ;
"সুবর্ণ-চম্পক-বনে, লয়ে চল দুই জনে,
মহারাজ-মন্দির যেখানে।"
পরে মুনি লোভ-সঙ্গে, মনোরথে চড়ি রঙ্গে,
ধনকুঞ্জে করিলা প্রবেশ ;
দেখিলেন তদন্তরে, সুবর্ণ-রচিত-ঘরে
রত্ন-ময় বিগ্রহ 'ধনেশ'।
রাশি রাশি ফুল চয়, ভূমিতলে পড়ে রয় ;
সে সকল কেবল কাঞ্চন ;
ধনিক বণিক যত, ঠেলা ঠেলি করি কত,
কুড়াইছে করিয়া যতন।
লোভ বলে, "তপোধন, কর ধন আহরণ,
সম্মুখেতে সোণার ভাণ্ডার ;
লোকে যার অভিলাষে, দ্বীপান্তর হতে আসে,
দুস্তর সাগর হয়ে পার।"
লোভ-বাক্য প্রণিধান করি, মুনি মতিমান
হাসি হাসি দিলেন উত্তর,
"সন্ন্যাসী, তপস্বী জনে কি করিবে এই ধনে ?
মোক্ষ ধন সাধনে তৎপর।

"এ কনক দেখ চেয়ে, কনক (ধুতূরা) চেয়ে
মাদকতা ধরে শত গুণ ;
"তাহা 'খেলে' ক্ষিপ্ত করে, ইহা 'পেলে' জ্ঞান হরে,
এমন অদ্ভুত এর গুণ।
"আরো দেখ কত জনে, কষ্টসৃষ্টে প্রাণ পণে,
উপার্জ্জন করি কিছু ধন,
"অপর লোকের ভয়ে ক্ষণেক নিশ্চিন্ত হয়ে
থাকিতে না পারে কদাচন ॥"
শ্রবণে মুনির কথা, লোভ পায় মনো-ব্যথা ;
কিন্তু তাহা প্রকাশ না করি,
উচ্চ এক পথ ধরি, চলে তাঁরে সঙ্গে করি
এক ক্ষুদ্র মহীধ্র উপরি।
তথায় তমাল, তাল, সহিত বিশাল শাল,
মাথা তুলি পরশে গগন ;
কোন স্থানে দেবদারু অভ্র-ভেদী উঠে চারু ;
কোন স্থানে চল-পত্রগণ।
ক্ষণ কাল সেই বনে ভ্রমি মুনি যক্ষ সনে
অপূর্ব্ব দেখিলা অতঃপর,
নিন্দি ইন্দীবর-শোভা, দর্শকের মনোলোভা,
উচ্চ এক উঠেছে শিখর।
তথা পান্না-বিরচিত দেবরাজ বিরাজিত,
শ্বেতোপল ঐরাবতোপরে ;
সম্মুখে ভূপতি কত, প্রতাপে তপন মত,
সিংহাসনে সগর্ব্ব বিহরে।

তার মধ্যে তপোধন চিনিলেন এক জন—
মহামানী রাজা দুর্য্যোধন ;
ছোট ছোট ভূপ কত অঙ্গে তার অবিরত
করিতেছে চামর ব্যজন।
মুনি কন মনে মনে, "যোগী হয়ে নৃপ সনে
উচ্চাসনে বসিয়া কি ফল ?
"রাজহংস-পঁক্তি মাঝে যথা বক নাহি সাজে,
উপহাস্য হয় সে কেবল।
"আরোহিতে উচ্চ পদে, বিঘ্ন দেখি পদে পদে,
মাথা যদি ঘুরে মদ ভরে,
"ত্রাণ নাই কোন রূপে ; অপমান অন্ধকূপে,
তখনি পড়িয়া লোকে মরে।
"উঠিলেও নাহি সুখ ; ভয়ে সদা কাঁপে বুক ;
পাছে চক্র করি অরি-চয়,
"যোগ পেয়ে ছলে, বলে, ঠেলে ফেলি মহীতলে,
গর্ব্ব খর্ব্ব করে সমুদয়।
"যিনি সত্য-তত্ত্ব-জ্ঞানী, তিনিই যথার্থ মানী,
অন্য মানী জনে মিছা মানি ;
"লোকে যারে বলে 'মান', সে কেবল 'অভিমান' ;
পুরুষার্থ নাহি তাতে জানি।"
অনন্তর মুনিবর, সহ লোভ সহচর,
যশো-কুঞ্জে চলিলা সত্বর ;
যথা বলি ইন্দ্রজিত, নীলকান্ত-বিরচিত,
বিরাজিত মঞ্চের উপর।

চৌদিকে কেতক-বন নব পত্রে সুশোভন
ফুল ছলে সহাস্য বদন ;—
গৌরব সৌরভ আশে, বহু লোকে তথা আসে,
করিতে সে মণ্ডপারোহণ।
তদুপরি দিব্যাসনে, বসেছেন কবিগণে ;
তার মধ্যে বাল্মীকি প্রধান।
ভঙ্গ-পদ-কবি যারা, কাঁটা ফুটে হয় সারা ;
না উঠিতে প্রথম সোপান।
আর এক চমৎকার, বিকট কর্কটাকার
বৃশ্চিক সেখানে অগণন ;
গোসাঁই বুঝিলা বেশ, তাহাদের নাম 'দ্বেষ' ;
বুধগণে করে জ্বলাতন।
অবোধ ভ্রমর সম ভুলেন কি দ্বিজোত্তম
কেতকীর সুরভি আঘ্রাণে ?
বুঝিয়া তাঁহার মন, তাঁরে যক্ষ বিচক্ষণ
লয়ে যায় অশোক-উদ্যানে।
'প্রমোদ' তাহার নাম, কেবল প্রমোদ-ধাম,
নৃত্য, গীত, বাদ্যের আকর ;
পদ্ম-রাগ-বিরচিত যেখানেতে অধিষ্ঠিত
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
তথা চারু তরু-তলে, যুবক যুবতি দলে
রস রঙ্গে রত প্রতিক্ষণ ;
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর গণে, নৃত্য, গীত, বীণা-স্বনে,
মুগ্ধ করে সকলের মন।

সম্মুখেতে মনোহর পীযূষের সরোবর,
কোকনদ জিনিয়া বরণ;
পান-পাত্র লয়ে করে, কত লোকে সমাদরে,
পান করে সুখের কারণ।
লোভ বলে, "তপোধন, পুরাকালে দেবগণ
এই সুধা করিতেন পান;
"তুমিও তাঁদের মত, পানে হও অনুরত;
দুঃখ হতে পাবে পরিত্রাণ।
"পীযূষ পানের বিধি নিজে দিয়াছেন বিধি;
তার সাক্ষী অলি, অলি-বধূ;
"স্বভাবের অনুগত, ঝঙ্কারিয়া অবিরত,
পুষ্প পাত্রে পান করে মধু।"
কিন্তু মুনি বিচক্ষণ দেখিলেন কত জন,
পান মাত্র ধরায় পতিত;
উত্তর দিলেন তাই, "হেন সুখ নাহি চাই,
যাতে করে চেতনা-রহিত।"
অকস্মাৎ হেনকালে, বৃক্ষগণ অন্তরালে,
পশু এক দিল দরশন।
দীর্ঘ-মুখ শীর্ণ-কায়; যারে পায় ধরে খায়;
মেঘনাদ সমান গর্জ্জন।
ঋষির হইল ভয়, দেখি লোভ হাসি কয়,
"ওটি পোষা কুক্কুর আমার।
"রোগ নামে খ্যাত ধরা, সকলেরে দেয় ধরা,
বনৌষধি উহার আহার।"

মুনি চতুরের সার বাক্যে কি ভুলেন তার ?
দেখি যক্ষ সারথিরে কয়,
"মন্মথ-নিকুঞ্জ যথা শীঘ্র লয়ে চল তথা ;
এখানে বিলম্ব নাহি সয়।"
অনন্তর দুইজনে, একত্রেতে হৃষ্ট মনে,
উত্তরিলা মদন-উদ্যানে ;
পুরন্দর ধনুঃ-অনু, নানা-রত্ন-ময়-তনু
কামদেব-প্রতিমা যেখানে।
কুঞ্জের কি কব শোভা ? সর্ব্বজন মনোলোভা ;
বসন্তের বিহারের স্থান ;
যুবক যুবতীগণে, আসিলে সে উপবনে,
হৃদে আসি বিঁধে পঞ্চবাণ।
তথায় মাধবী-লতা, প্রাপ্ত হয়ে প্রবলতা,
বকুলেরে জড়াইয়া ধরে ;
সে আবার প্রেম ভরে, ধরি তারে শাখা-করে,
কুসুম ছলেতে হাস্য করে।
মুঞ্জরিত কামশরে, কোকিল, পঞ্চম স্বরে,
পঞ্চশরে মাতি করে গান।
প্রফুল্ল মল্লিকা-ফুলে, অনুকূল অলিকুলে
মহানন্দে করে মধুপান।
কুরঙ্গ, অনঙ্গ-রঙ্গে, কুরঙ্গীর মৃদু অঙ্গে,
ঘন ঘন শৃঙ্গ গিয়া ঘষে।
মৃগী ও মজিয়া রসে, মুদে আঁখি মদালসে,
পেয়ে সুখ পুরুষ-পরশে॥

বিবিধ সুগন্ধ সহ মন্দ বহে গন্ধবহ ;
চমৎকার প্রভাব তাহার ;
শুষ্ক বিটপীর গাত্র মুঞ্জরে পরশ মাত্র ;
শবে যেন জীবন-সঞ্চার।
মুনির প্রশান্ত মন টলাইতে আকিঞ্চন,
কৌশল করিয়া যক্ষ বলে,
" সত্য যুগে এই বনে, ইন্দ্রাদি দেবতাগণে
করিতেন ক্রীড়া কুতূহলে।
" সুকুমারী কত নারী বসিয়াছে সারি সারি,
করি সবে অপেক্ষা তোমার ;
" যাদের বদন-ছাঁদে, সারা নিশি শশী কাঁদে ;
সাক্ষী তার বরিষে নীহার।
" যারে ইচ্ছা তার সঙ্গে, রত হও রস-রঙ্গে,
পিরীতি কুরীতি কেবা কয় ?
" পূর্ব্বে সত্যবতী সহ, তব পূজ্য পিতামহ
করেছিলা এখানে প্রণয়। "
লোভ-বাক্যে কথঞ্চিৎ টলিল না ঋষি-চিৎ।
তাহে তাঁর শুভাদৃষ্ট ফলে,
কাল এক ভুজঙ্গিনী দেখিতে পেলেন তিনি,
এক সীমন্তিনীর কুন্তলে।
বিষম বিষের জ্বালা সহিত না পারে বালা ;—
সকলঙ্ক সুধাংশু-বদন।
বুঝিলেন তপোরাশি, অখ্যাতি সাপিনী আসি
সে নারীরে করেছে দংশন।

এমন সময়ে শশী, নিশি-হৃদে দিয়া মসী,
তারে ফেলি গেল অস্তাচলে।
কিছু পরে বিরোচন, দীপ্ত করি ত্রিভুবন,
উঠিলেন গগনমণ্ডলে।
দিবালোকে দিব্য-জ্ঞান, পান মুনি মতিমান;
দূরে গেল সংশয়-আঁধার;
দেখেন প্রলয়ঙ্কর, কাল এক নিশাচর
আসিতেছে পশ্চাতে তাঁহার।
দেখিতে সে ছায়া ন্যায় পদ-শব্দ হীন তায়;
চুপে চুপে জীবে আসি নাশে;
যাহার নিকটে যায়, সে জন না টের পায়
অকস্মাৎ পড়ে তার গ্রাসে।
এ সকল ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখি মুনিবর
পলাবার ভাবেন উপায়;
সম্মুখেতে বেগবতী, বহে আশা-স্রোতস্বতী
পার হেতু তরি নাই তায়।
কিন্তু দৃঢ় করি মন, রথ হতে তপোধন
ঝম্প দিয়া পড়িলেন নীরে;
সুবিস্তার পাট তার সন্তরণে হয়ে পার,
উঠিলেন সন্তোষের তীরে।
সে দেশ কি মনোরম! সাক্ষাৎ কৈলাস সম!
পূর্ণানন্দ তথা অধিষ্ঠান!
শোক-তাপ-বিবর্জ্জিত! জ্ঞানি-গণ-মনোনীত,
দেবের দুর্ল্লভ সেই স্থান।

পরমার্থ কুঞ্জবন কিবা তথা সুশোভন;
গেলে যথা মিলে মোক্ষফল।
তৃষ্ণা-নিবারণ-কারি নিরাশা-কাসার বারি
সম্মুখেতে করে টল টল।
নারদাদি ঋষিগণে, তটে বসি এক মনে,
বিভু-গুণ করেন কীর্ত্তন;
গোসাঁই তাদের সঙ্গে, একত্রে মিলিয়া রঙ্গে,
মহানন্দে হইলা মগন।
সে অবধি বুধগণে, সাবধানে, দৃঢ় মনে,
শুকবৎ করি আচরণ,
ত্যজি লোভ অধিকার, আশা-নদী হয়ে পার,
সন্তোষ-প্রদেশে গিয়া রন।

প্রভাত মধ্যাহ্ন, প্রদোষ এবং রজনী

প্রভাত।

প্রভাতের আবির্ভাবে, বিনোদ স্বভাব
ধরিয়াছে আহা! কিবা মনোহর ভাব!
তরুণ অরুণ করে হরে অন্ধকার;
আলোক দেখিয়া হৃদে পুলক অপার;
নিরখিয়া প্রভাকরে অম্বরে উদিত,
বিমল কমল মুখে স্মিত প্রকাশিত;
গোলাব প্রভৃতি ফুটে নানা জাতি ফুল;
সৌরভে হইয়া মুগ্ধ গুঞ্জে অলিকুল;
ললিত পঞ্চম-স্বরে কোকিল কুহরে;
অমৃত বর্ষিছে যেন শ্রবণ-কুহরে।
স্বভাবের চারু ভাবে মুগ্ধ হয়ে, মন,
কি হেতু ইহার মর্ম্ম করনা গ্রহণ?
বাহিরে দেখিছ যাহা, অন্তরে আনহ তাহা,
যদি থাকে সুখেচ্ছা তোমার;
'মায়া-নিশা' বিনাশিয়া, 'জ্ঞানারুণ' প্রকাশিয়া,
দূর কর 'অবিদ্যা' আঁধার;
পাইয়া জ্ঞানের কর, হবে পুলকিতান্তর
'পরমার্থ-প্রেম' তামরস;
পাইবে 'সন্তোষ' সুধা, পান মাত্র যাবে ক্ষুধা,
সদা তুমি থাকিবে সরস;

পেয়ে কাল অনুকূল, শম, দম আদি ফুল
ফুটিবে এ হৃদয়-কাননে ;
তাহাদের সাধু-গন্ধ, বিতরিবে মহানন্দ
গুণগ্রাহী সাধু-ভৃঙ্গগণে ;
যদি শ্রুতি-সুখ-কর বিবেক পিকের স্বর
শ্রবণের থাকে অভিলাষ,
সুপ্রভাত-শুভক্ষণে, কর নিজ নিকেতনে
প্রভাতের প্রভাব প্রকাশ।

মধ্যাহ্ন।

ভিন্ন ভাব দেখ, মন, দিবা দ্বিপ্রহরে ;
প্রখর সহস্র-কর খর-কর ক্ষরে ;
রৌদ্র-দগ্ধ কলেবর, তৃষ্ণায় আকুল,
মরীচিকা-জল-ভ্রমে ভ্রমে মৃগ-কুল ;
সখা অঙ্গে মিশাইয়া স্বীয় কলেবর,
প্রবল প্রতাপে বায়ু বহে ঘোরতর ;
প্রতপ্ত তপন তাপে তাপিত হইয়া,
নিজ নিজ নীড়ে দ্বিজ রহে লুকাইয়া ;
সুশীতল তরু তলে, পথিক সুজন,
বসিয়া, সুমিষ্ট ফল করেন ভক্ষণ ;
ক্ষণেক বিশ্রামে তথা শ্রান্তি হয় দূর ;
পক্ষিগণ-গানে মনে আনন্দ প্রচুর।

এখন স্বভাব-রূপ দেখ মন যেই রূপ,
সেই রূপ বুঝ এ সংসার ;
'মহামোহ' দিনকরে 'শান্তি' রস নাশ করে ;
'ভ্রান্তি' কর করিয়া বিস্তার।
অবোধ মানব-পশু, মৃগতৃষ্ণা-রূপ 'বসু',
'সুখ' ভ্রমে ধরিবারে যায় ;
'আশা' বায়ু ঘোর বহে, 'প্রবৃত্তি' অনলে দহে,
পদে পদে বিপদ ঘটায়।
'ধৈর্য্য' 'দয়া' শুক শারী, তাপেতে থাকিতে নারি,
নিবৃত্তির ছায়ায় লুকায় ;
'ভক্তি' পরভৃতা সুখে প্রণব উচ্চারে মুখে ;
ভক্ত-জন-শ্রবণ জুড়ায়।
তুমি হে "পথিক, মন," মিছা ভ্রম কি কারণ ?
বৈসহ নিবৃত্তি-তরু-তলে ;
মধুর ভক্তির গান সুখে শুন, মতিমান,
ক্ষুধা হরি সন্তোষের ফলে ;

প্রদোষ।

দিবা শেষে পরিহরি গগন মণ্ডল
হীন-কর দিনকর যান অস্তাচল ;
দিনপতি দীন অতি করি দরশন
নলিনী মলিনী হয়ে মুদিল নয়ন ;

পশ্চিমে, বিবিধ-বর্ণ অম্বর নিকর
অম্বর স্বরূপ শোভে অম্বর উপর ;
আহা! কিন্তু তাহা পুনঃ, ক্ষণকাল পরে,
রজনীর আগমনে ম্লান ভাব ধরে।
তিমিরে পূরিল বিশ্ব ; দৃশ্য কিছু নয় ;
পূর্ব্বকার শোভা-চয় সব হলো লয়।
ভ্রান্ত পান্থ, দিনান্ত না করিয়া নির্ণয়,
অকস্মাৎ অন্ধকার হেরি সবিস্ময়।

দেখি স্বভাবের ভাব, কর কিবা অনুভাব?
ভাবি কাল ভাবি দেখ, মন ;
'পরমায়ু' দিনকর, অতি অল্প দিন পর,
অস্তাচলে করিবে গমন।
মৃত্যু-রূপা নিশা আসি, মুখ-পদ্ম-শোভা নাশি,
অন্ধকারে ব্যাপিবে নয়ন ;
ভবের বিভব সব, কি প্রকারে অনুভব
তখন করিবে তুমি, মন?
কিঞ্চিৎ থাকিতে প্রাণ, মেঘবৎ হবে জ্ঞান
দারা, সুত আদি পরিবার ;
নানা বর্ণে সুশোভিত, করিবেক বিমোহিত,
ক্ষণে দেখা না পাইবে আর।
অবোধ পথিক মত, হেরি ঘোর নিশাগত;
সে সময় হইবে তাপিত ;
তাই বলি, এই বেলা, ত্যজি এ মায়ার খেলা,
চিন্ত মন আপনার হিত।

রজনী।

হাসি হাসি আসি শশী, বসিয়া আকাশে,
শুক্ল-বাস রজনীরে পরায় উল্লাসে ;
সে রস নিরখি তার তারা-দারা-গণ
ঈর্ষ্যায় হয়েছে বুঝি বিরস বদন ;
সুধায় প্লাবিত দেখি গগন-মণ্ডল
চকোরের মনোমধ্যে অতি কুতূহল ;
সুধাময় শশি-করে, হরষিত মনে,
নায়িকা বঞ্চিছে নিশি নায়কের সনে ;
বিধু আস্যে, মৃদুহাস্যে, কৌমুদী প্রকাশে ;
শিঁথী-ছলে তারাগণ শোভে ভালাকাশে ;
চতুর রসিককান্ত, চকোর সমান,
আদরে অধর সুধা করিতেছে পান।

মজি, মন, কাম-রসে, সামান্য-যুবতি-বশে,
কত মায়া-যামিনী যাপিবে ?
প্রকৃতি সতীর প্রতি রাখ নিজ গতি, মতি ;
বিচ্ছেদের দায় এড়াইবে।
হৃদাকাশে আপনার, ঘুচাইতে অন্ধকার,
প্রকাশহ 'বোধ' সুধাকরে ;
অলীক-'বাসনা' যত, জ্যোতিঃহারা তারা মত,
সমাচ্ছন্ন হবে তার করে।

যখন সে সুধাধার, জ্ঞানময় সুধা-ধার,
হৃদাকাশে ঢালিবে নিয়ত,
পুরুষার্থ-লোভ-রূপ চকোর, হয়ে লোলুপ,
অবিরত পানে হবে রত।
বুদ্ধিমন্ত হয়ে, মন, ভ্রান্ত রহ কি কারণ?
ইঙ্গিতে সন্ধান বুঝে লও ;
বিগত হতেছে কাল ; কাট শীঘ্র মোহ জাল ;
এই বেলা সাবধান হও।

জাগর্ত্তি, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন।

জাগর্ত্তি।

শয্যা সরোবরে, মন, সহ কমলিনী
পোহালে পরম সুখে শারদ যামিনী ;
উম্মীলিত আঁখি পদ্ম রবির উদয়ে,
তবু কত চিন্তাতমঃ বিহরে হৃদয়ে ;
লোক-লাজে প্রাণপ্রিয়া কান্তারে ত্যজিতে,
কত শোক কর ভোগ কে পারে বুঝিতে ?
এখন সতৃষ্ণ নেত্রে দেখিতেছ যারে,
দণ্ডেকের মধ্যে, মন, ভুলে যাবে তারে ;
বিষয়-সাগর ঘোরে এখনি পড়িবে ;
কোথায় প্রণয়, কোথা প্রেয়সী রহিবে ?
অনন্তর প্রেম-তীর পরিহার করি,
আশা-নীরে ভাসাইয়া চিন্তা-রূপ-তরি,
বিত্ত-জল-বিম্ব হেতু হইয়া আকুল,
অকুল পাথারে আর নাহি পাও কুল।
অথবা পাইয়া ভাল উৎসাহ বাতাস,
যশোরাজ্যে যেতে মিছা করিছ প্রয়াস।
এই রূপে বৃথা দিন করিয়া যাপন,
হয়ে শ্রান্ত তবু ক্ষান্ত নহ, ভ্রান্ত মন ;
পরদিন কি করিবে এই ভাবনায়,
প্রথম প্রহর নিশি গত হয়ে যায় ;

দ্বিযাম যামিনী হলে, যুবতী কান্তায়
সময়ের গুণে মনে পড়ে পুনরায় ;
রস-রঙ্গে, তার সঙ্গে প্রেম-আলাপনে,
যথেষ্ট আমোদ বোধ হয় বটে মনে ;
কিন্তু সে নশ্বর সুখ জানত, রে মন ;
তবে কেন তার প্রতি আসক্তি এমন ?
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি রিপুচয়
নয়নে নিদালী তব দিয়াছে নিশ্চয় ;
জ্ঞান-নেত্র নিমীলনে, এ নেত্র থাকিতে,
আপনার হিতাহিত না পাও দেখিতে ;
কাল-রূপ-ব্যাল তব শিয়রে বিহরে,
দেখিতে না পাও তারে মত্ততার ভরে ;
ঐহিক বিষয় সুধু করি অবধান,
জাগ্রত রয়েছ বলি কর অভিমান ;
চৈতন্য প্রভুরে কভু ভাবিলে না মনে,
যথার্থ চৈতন্য তবে পাইবে কেমনে ?
যদি রিপুগণ সব পরাজিত হয়,
ইন্দ্রিয় সকল যদি বশীভূত রয়,
অনিত্য, সামান্য অর্থে হইয়া বিরত,
নিত্য পরমার্থে যদি চিত্ত হয় রত,
হৃদয়ে যদ্যপি হয় জ্ঞানের উদয়,
জাগর্ত্তি তাহারে বলি ; জাগর্ত্তি এ নয়।

সুষুপ্তি।

নিরমল, সুশীতল সুধাকর-করে,
দুগ্ধ-ফেণ-নিভ সুখ-শয্যার উপরে,
স্বর্ণ-লতা-সমা প্রাণ-প্রেয়সীর পাশে,
সুপ্ত ছিলে এতক্ষণ বাঁধা ভুজ-পাশে ;
দিবসের ক্লেশ লেশ ছিলনা অন্তরে ;
'চিন্তা' নিশাচরী ছিল লুকায়ে অন্তরে ;
অনঙ্গে অবশ অঙ্গ প্রিয়া-সমাবেশে
স্পন্দ হীন হয়েছিল নিদ্রার আবেশে ;
শিথিল ইন্দ্রিয় সব ছিল যেন শব,
কেবল নিশ্বাসে হতো প্রাণ অনুভব ;
হেন কালে জলদের গভীর গরজে,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর নয়ন-সরজে।
সুষুপ্তির ভোগে ভাল তৃপ্তি পেলে, মন ;
মহা নিদ্রা একবার কররে স্মরণ।
কোথা রবে তখন এ শয্যা সুবিমল ?
যার কাছে হারিয়াছে কোমল কমল।
রূপে জিনি ক্ষণ-প্রভা, ক্ষীরোদ-সম্ভবে,
হৃদি-বিলাসিনী-কান্তা বল কোথা রবে ?
একামাত্র রবে তুমি শ্মশানে শয়ান ;
ধূলায় মলিন হবে নলিন-বয়ান।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব চারু নশ্বর অধর
রক্তাভাবে পাণ্ডুবর্ণ হবে অতঃপর।

গোলাবেরে যে কপোল নিন্দিছে এখন,
কিরূপ বিরূপ হবে ভাব দেখি, মন ?
প্রেয়সীর প্রেম-পূর্ণ-পীযূষ-বচন,
যে শ্রবণ অনুক্ষণ করিছে শ্রবণ ;
আহা ! তাহা একেবারে বধির হইবে ;
কিছুতেই তারে পুনঃ জাগাতে নারিবে।
নিন্দি ইন্দীবর তব যে দুই নয়ন
প্রিয়া-চাঁদ-মুখ হেরি সুখী প্রতিক্ষণ,—
সীমাহীন অন্ধকারে মুদ্রিত রহিবে ;
সে সময় কিছু আর দৃশ্য না হইবে।
কদম্ব কুসুম সম, উল্লাসের ভরে,
প্রিয়াঙ্গ পরশ মাত্র যে গাত্র শিহরে,—
যে কর প্রেয়সী বক্ষে করিয়া স্থাপন
মদন রাজারে কর কর সমর্পণ,—
চিতার সহিত সব পুড়ে হবে ছার ;
কোন অংশে না থাকিবে পূর্ব্বের আকার।
কিম্বা, ভাগ্য দোষে, থাকি শ্মশানে পতিত,
হবে জীর্ণ, কীটাকীর্ণ, পলিত, গলিত।
অনিত্য, অস্থায়ি এই শরীর তোমার ;
কি হেতু ইহাতে এত স্নেহ কর আর ?

স্বপ্ন।

ঈষৎ নিদ্রার বশে মুদিয়া নয়ন,
নিশান্তে দেখিলে, মন, বিচিত্র স্বপন।

অতি উচ্চ অট্টালিকা পর্ব্বত আকৃতি
ইচ্ছামাত্র পেয়েছিলে করিতে বসতি;—
পূর্ব্ব ভাগে তার কিবা অপূর্ব্ব দালান!
একটি খিলানোপরি ছিল অধিষ্ঠান;
স্তম্ভগণ ছিল তার স্ফাটিক রচিত;
রুচির প্রাচীর সব প্রবাল-খচিত;
ঘরে ঘরে, থরে থরে হীরা, মরকত,
পদ্মরাগ মণি সহ বিরাজিত কত,
ভাণ্ডারেতে রাশীকৃত রজত, কাঞ্চন,
কৈলাস, সুমেরু সম, ছিল সুদর্শন;
আত্মীয়-স্বজন-গণ-মণ্ডিত ভবন;
দাস, দাসী, দল, বল সঙ্গে অগণন;
সারি সারি প্রতিহারী প্রত্যেক ফাটকে;
গজে পূর্ণ গজশালা; মন্দুরা, ঘোটকে;
আরাম কি ছিল আহা! বিরামের স্থল;
ছায়াযুক্ত-তরুতল কিবা সুশীতল!
ফল-ফুল-পরিপূর্ণ জন-মনোলোভা;
নন্দন কানন সম ছিল তার শোভা;
মধ্যস্থিত সরোবরে, মধুকর দলে
দলিত কমলদল অতি কুতূহলে।
এ সকল স্বকল্পিত সম্পদ পাইয়া,
মদ-গর্ব্বে ছিলে মন, আপনা ভুলিয়া;
এমন সময় আহা! সে সুখ স্বপন,
নিদ্রা-ভঙ্গে, নিদ্রা সঙ্গে হইল গোপন;

কোথা লুকাইল সেই হর্ম্ম্য মনোহর ?
কোথা গেল উপবন ? কোথা সরোবর ?
অতুল ঐশ্বর্য্য—যাতে ভুলেছিলে, মন,
বল দেখি সে সকল কোথায় এখন ?
এমনি জানিবে সব ভবের বিভব ;
চরমে স্বরূপ-রূপ হবে অনুভব।
অশ্ব, রথ, গজ, গৃহ আদি ধন, জন—
স্বপন সমান জ্ঞান হইবে তখন ;
আজন্ম বিষয়াশয়ে করি পরিশ্রম,
সে সময় পাবে টের আপনার ভ্রম ;
বৃথামোদে হারাইয়া মোক্ষ-সুখ-ভোগ,
আপনারে আপনি করিবে অনুযোগ ;
অসার হইবে বোধ মায়ার সংসার ;
জানিবে কেবল সার বিশ্বের আধার।

———

আশা, প্রমোদ ও প্রেম।

অস্তাচলে যে সময় যান দিনকর,
নভো-দেশে কিবা শোভা ধরে জলধর !
রক্ত, পীত, নীল আদি বিবিধ বরণ—
অন্তরে থাকিয়া করে অন্তর হরণ !
কিন্তু সে সুচারু-শোভা সুধু বাষ্পময় ;
চিত্র-ভানু করে চিত্রকরা সমুদয়।
বারেক যদ্যপি বহে প্রবল বাতাস,
একেবারে সে সকল ছবি হয় নাশ।
তেমতি অসার এই আশার আশ্বাস ;
দূর হতে মনোমধ্যে কতই বিশ্বাস ;
ভাবী-সুখ ভাবনায় মোহিত হৃদয়,
বর্ত্তমান ক্লেশ কিছু অনুভূত নয়।
ভাগ্যবলে বাঞ্ছা-ফল যদি কেহ পায়,
তৃপ্তি নাহি হয় তার ভ্রম কিন্তু যায় ;
দুর্ভাগ্য-সমির যদি নিদারুণ বয়,
আশার মায়ার জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়।

আমোদ কিসের মত ? জলবিম্ব প্রায়-
ক্ষণেকে উদ্ভব হয় ক্ষণেকেই যায় ;
লজ্জালু-লতার ন্যায় অতি সুদর্শন,
পরশ করিবা মাত্র ম্লান সেইক্ষণ ;
কিম্বা পুষ্পমালা যথা সমাধি-মন্দিরে,
শোক আবরণ মাত্র, সুদৃশ্য বাহিরে।

পিরীতি জলধিবৎ দুস্তর বিষম ;
যুবক নাবিকদের অতি মনোরম ।
সুচতুর সাবধানী যেই কর্ণধার,
রমণী-তরণি লয়ে হয় সেই পার ।
বিশ্বাস–বাতাসে পালি দিয়া মনোমত,
রস-রঙ্গ-তরঙ্গে ভাসিতে হর্ষ কত !
মানের আবর্ত্ত হতে ফিরাইয়া তরি,
আপনারে ধন্য মান শ্লাঘা মনে করি ;
কিন্তু ছল মসিনায় পড় যদি ভুলে,
আক্ষেপের সীমা নাই পড়িয়া অকূলে ;
অথবা বিচ্ছেদ-শৈলে ঠেকি, একেবারে
ছাড়া ছাড়ি যদি হয় তরি, কর্ণধারে,
উভয়েই ভগ্নদশা, মগ্ন শোক-নীরে ;
কিছু নাই উপায় আসিতে পুনঃ তীরে ।

———

বিদ্যা এবং ধন।

একদা গোলোক ধামে আনন্দ-কাননে,
লক্ষ্মী, সরস্বতী সহ বসি একাসনে,
হঠাৎ হরির মনে উপজিল ভাব,
দু সতিনে দ্বন্দ্ব বিনা হয় রসাভাব;
তাহে মনে জানিতেন বৈকুণ্ঠের পতি,
হরিপ্রিয়া নামে রমা ছিলা গর্ব্ববতী;
খণ্ডিতে তাঁহার সেই মিথ্যা অভিমান,
যথোচিত ভারতীর বাড়াইতে মান,
দ্বন্দ্ব-প্রিয় নারদেরে করিয়া স্মরণ,
সঙ্কেতে কহিলা তাঁরে আপন মনন,
অভিপ্রায় বুঝি মুনি, সরস অন্তরে,
কমলা, সারদা প্রতি কন যোড় করে;
"উভয়ে তোমরা মাতা প্রভুর বনিতা,
"জগদাদ্যা, সুরারাধ্যা, ত্রিলোক-বন্দিতা,
"তোমাদের চরণে করিতে নমস্কার,
"এখানেতে আগমন হয়েছে আমার;
"কিন্তু ক্ষুদ্রমতি আমি নাহি জ্ঞান লেশ—
"কেবা বড় কেবা ছোট, না জানি বিশেষ;
"দুই জননীর মধ্যে বড় হন যিনি,
"অগ্রেতে প্রণাম মম লইবেন তিনি।"
একথা শুনিবা মাত্র, ক্ষীরাম্বুধি-সুতা
আশীর্ব্বাদ করিলেন হয়ে হর্ষ-যুতা।

তাহা দেখি কোপ-পূর্ণা দেবী সরস্বতী,
আরক্ত নয়নে কন কমলার প্রতি—
" কিসে তুমি বড় জ্ঞান কর আপনারে ?
" জোনাকী হইয়া চাহ রবি ঢাকিবারে ?
" শ্রুতি, স্মৃতি, যন্ত্র, মন্ত্র, আগম, নিগম,
" আমাহতে সকলেরি হয়েছে জনম ;
" সনাতনী শক্তি আমি খ্যাতা ত্রিভুবনে,
" সে দিনে উদ্ভব তব ক্ষীরোদ-মন্থনে :
" মম বরে পায় লোক চতুর্ব্বর্গ-ফল ;
" এক ফল দিতে তুমি পারহ কেবল ;
" তাহাও সন্তানগণে একবার দিয়া,
" তখনি হরণ কর নির্দয়া হইয়া ;—
" তোমার গুণের কথা কহা নাহি যায়,
" চঞ্চলা বলিয়া নাম বিখ্যাত ধরায় ;
" কি ভাবিয়া অগ্রে মম, করি অহঙ্কার,
" নিলে বল নারদ ঋষির নমস্কার ?"
শুনিয়া বাণীর বাণী ক্রোধেতে জ্বলিয়া,
কহিতে লাগিলা রমা শ্রীহরি চাহিয়া ;
" দেখ নাথ মিছামিছি, সম্মুখে তোমার,
" আমারে মুখরা সতা করে তিরস্কার।
" জগতের পতি তুমি সবার প্রধান,
" তোমাহতে বৃদ্ধি সুধু উভয়ের মান ;
" স্নেহেতে আমারে করি প্রধানা রমণী,
" মম নামে খ্যাত তুমি হইলে আপনি ;

জ

" তাই ত তোমারে সবে শ্রীশ বলে থাকে ;
" সরস্বতী-পতি বলি কে কোথায় ডাকে ?
" যদিচ করস্থ মম সুধু অর্থ-ফল ;
" সে ফল বিহনে দেখ বিফল সকল।
" প্রাণ-পণে বণিকেরা, ধন-লাভ আশে,
" দুস্তর সাগর পার হয় অনায়াসে ;
" কত লোকে, মুক্তাফল পাবার কারণ,
" গভীর সিন্ধুর গর্ভে হতেছে মগন ;
" স্বর্ণ, রৌপ্য আদি ধাতু লভিবার তরে,
" দুর্গম-ভূধর খনে কত শত নরে ;
" এমন দুর্ল্লভ ধন, আমার কৃপায়,
" মম প্রিয় পুত্র গণে সহজেতে পায় ;
" সতিনীর সুত যত তাদের অধীন,
" দাসের মতন সেবা করে চির দিন।
" মম পুত্র মাঝে হেন হত-ভাগ্য কেবা
" বিমাতৃ-সন্তানদের করে গিয়া সেবা ? "
শুনিয়া শেষের শ্লেষ, ক্লেশ-পূর্ণ-মনা
পদ্মালয়া প্রতি কন শ্বেত-পদ্মাসনা ;
" নানাগুণে গুণী যত আমার তনয়
" তোমার কুমারদের মত অজ্ঞ নয় ;
" ইতর সামান্য অর্থ সাধন কারণ
" প্রতিক্ষণ অর্থের হতেছে প্রয়োজন ;
" ইহা মনে জানি ভাল মম সুতগণে
" ধনীদের কাছে যেতে ক্ষতি নাহি গণে ;

" জ্ঞান চক্ষুঃ বিহনেতে তব পুত্র যত
" আপন অভাব কেহ নহে অবগত,
" তাই তারা বিদ্বানের কাছে নাহি যায় ;
" দিব্য দিবালোক যথা পেঁচায় না চায়।"
ভারতী-ভারতী শুনি, মুচকি হাসিয়া,
উভয় জায়ারে হরি কন সম্বোধিয়া ;
" তোমাদের পরস্পর-বিবাদ ভঞ্জন
" এখানে করিতে পারে নাহি হেন জন ;
" ত্রৈলোক্য-বিজয়ী বীর বলি, মহাবলী ;
" যার ভয়ে কম্পমান অমর-মণ্ডলী ;
" সে ভিন্ন নারিবে অন্যে করিতে বিচার ;
" অতএব চল যাই নিকটে তাহার।"
ইহা বলি, খগধ্বজ রথ আনাইয়া,—
চলিলেন চারিজন তাহে আরোহিয়া।
নিমেষের মধ্যে রথ, বিদ্যুৎ-গমনে
উপনীত হলো আসি বলির সদনে।
লক্ষ্মী, সরস্বতী আর নারদ সহিত,
নারায়ণে নিকেতনে দেখি উপস্থিত,
কৃতার্থ মানিয়া মনে, দনুজ-ঈশ্বর
পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলা বিস্তর ;
তার পর মণিময় সিংহাসনোপরি
বসাইলা চারিজনে সমাদর করি ;
অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলা যোড় করে ;
" কি মানসে পদার্পণ আজি ভৃত্য ঘরে ?"

শ্রীপতি বলেন " বলে, তুমি মতি-মান,
" আসিয়াছি তোমারে করিতে বরদান ;
" পদ্মা, বাণী এই দুই আমার গৃহিণী,
" প্রত্যেকেতে ভিন্ন ভিন্ন ফল-প্রদায়িনী ;
" কমলা দেবীর কৃপা যদি তুমি চাও,
" শত মূর্খ লয়ে সুখে স্বর্গধামে যাও ;
" ব্রাহ্মীর প্রসাদ যদি হয় মনোনীত,
" রসাতলে থাক লয়ে একটি পণ্ডিত।"
একথা শুনিয়া, বিরোচনের নন্দন
কর-পুটে নারায়ণে করে নিবেদন ;
" মূর্খ লয়ে স্বর্গ-ভোগ বিড়ম্বনা সার ;
" গুরু সঙ্গে শ্রেয় মানি পাতালাধিকার।
" নশ্বর সম্পদ, ধন,—চিরস্থায়ি নয়,—
" জ্ঞান-ধন কোনকালে ক্ষয় নাহি হয় ;—
" জ্ঞান-দাত্রী, শুভদাত্রী বাণী মহাদেবী ;
" জ্ঞানালোক পায় লোকে যাঁর পদ সেবি,-
" উহাঁর চরণে যেন থাকে মম মতি,
" এই বর দেহ মোরে বৈকুণ্ঠের পতি।
" বিদ্যা আর বীর্য্য বলে, জগত সংসার
" অনায়াসে হতে পারে সব অধিকার ;
" সামান্য ঐশ্বর্য্যে যদি মজে মম মন,
" লুটিয়া আনিতে পারি কুবেরের ধন ;
" জ্ঞান-ধন সুলভ ত নহে সে প্রকার ;
" সারদার কৃপাবিনা মিলা বড় ভার।

" অতএব অগ্রে আমি বাণী-বর চাই ;
" সোণায় সোহাগা যদি লক্ষ্মী-বর পাই।"
বলিরাজ-বচন শুনিয়া, সভামাঝে
পদ্মালয়া পদ্মমুখী অধোমুখী লাজে ;
নারদ কহিছে " মাতঃ কেন কর লাজ ?
বিবাদ ভাঙ্গিল আর থাকিয়া কি কাজ ?

আলস্য এবং পরিশ্রম।

কলির প্রারম্ভে, কোন নগর বাহিরে,
ক্ষুদ্র এক অন্ধকার পাতার কুটীরে,
(পূতি-গন্ধ সদা যথা বহিত পবন,
শীত, গ্রীষ্ম, বরষার ছিলনা বারণ)
শীর্ণ-কায়া এক নারী, জীর্ণ-বাস-পরা,
তৈলাভাবে শুষ্ককেশী, জটা-জূটধরা,
পতি সহ অতি কষ্টে জীবন যাপিত ;
'দরিদ্রতা' নামে তারে সকলে জানিত।
ভিক্ষা করি কোন দিন খাইত দুজন ;
কখন বা অন্নাভাবে হত অনশন।
'আলস্য' পতির আখ্যা—রূপ মনোহর ;-
অথচ সামর্থ্যহীন—উঠিতে কাতর—
সে হতে কেমনে হবে ভোজনায়োজন ?
শয্যা-ছাড়া ক্ষণেক না হত যেই জন।
কালে 'দরিদ্রতা' এক পুত্র প্রসবিল ;
দম্পতির দুঃখ-সিন্ধু আরো উথলিল।
তনয় হইল পঙ্গু ; অস্থি, চর্ম্ম সার ;
হস্ত পদ কৃশ ; কিন্তু পেট দীর্ঘাকার ;
বদন পাণ্ডুরবর্ণ ; পাণ্ডুর নয়ন ;
'রোগ' তার নাম দিল প্রতিবাসি-গণ।

ক্রমে যত সেই পুত্র বাড়িতে লাগিল,
আকৃতি তাহার আরো বিকৃত হইল।
তা দেখি জননী চক্ষে ধরিত না জল,
শতধারা হইয়া বহিত অবিরল।
দৈবাধীন এক দিন, তৃণ আনিবারে,
'দরিদ্রতা' গিয়া কোন প্রান্তর মাঝারে,
দেখিল কৃষক এক, বলিষ্ঠ গঠন,
করিছে কুদাল লয়ে মৃত্তিকা-খনন।
রৌদ্রে তার তাম্র-বর্ণ বদন-মণ্ডল;
বিন্দু বিন্দু ঘাম-কণা ভালে সমুজ্জ্বল;
হেরিয়া মহিলা-মনঃ অমনি মোহিল;
নারী দেখি তার প্রেমে যুবা ও মজিল;
ব্যগ্র হয়ে নিকটে সে করিয়া গমন,
মৃদুভাষে করিতে লাগিল নিবেদন;
" 'পরিশ্রম' নাম মম এই গ্রামে বাস;
" নিরলস কৃষিকার্য্য করি বারো মাস;
" অন্য কোন ক্লেশ লেশ কভু নাহি পাই,
" এক কষ্ট—গৃহেতে গৃহিণী মম নাই;
" যদি তুমি কর মম এদুঃখ-মোচন,
" তব দুঃখ-ভার আমি করিব হরণ;
" ত্যজি ও মলিন-বস্ত্র পর চারু-বাস;
" তৈল দিয়া পরিষ্কার কর কেশ-পাশ;
" গৃহ-লক্ষ্মী হয়ে তুমি থাক মম ঘরে;
" অন্ন-বস্ত্র হেতু আর ভেব না অন্তরে।"

মৌনভাবে রমণী অমনি দিল সায় ;
নব-নাথ সহ হর্ষে নব বাসে যায় ।
উভয়ের প্রণয় বাড়িল দিন দিন ;
আহ্লাদের পারাবারে ভাসে মনো-মীন ।
দশ মাস না যাইতে, শ্রমের ঘরণী
প্রসবিল এক কন্যা, পাটল-বরণী,
এমন সুরূপা মেয়ে, এমনি উজ্জ্বলা,
জ্ঞান হলো জন্ম নিলা আপনি কমলা !
হস্ত-পদ কোকনদ ; পঙ্কজ বদন ;
বিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর ; হরিণ নয়ন ।
ক্রমশ দুহিতা যবে বাড়িয়া উঠিল,
' সুস্থতা' নামেতে গ্রামে বিখ্যাতা হইল ।
কত দিন পরে, পরিশ্রম-সোহাগিনী
গর্ভেতে আবার এক ধরিল নন্দিনী ;
প্রসবের কালে কিন্তু জননী মরিল ;
জনক তাহার নাম 'সম্পত্তি' রাখিল ।
কিম্বদন্তী শুনি হেন, যৌবন-সময়
নগরেতে গেল কন্যা ত্যজি পিত্রালয় ;
সেখানে আলস্য ফাঁদে পড়িয়া ললনা
পাইল যাতনা যত না হয় বর্ণনা ।

কাল এবং আশা।

১ দাঁড়ায়ে প্রাচীন ইন্দ্র-প্রস্থের উপরে,—
যে নগর পাণ্ডবের ছিল বাসস্থল,—
দেখিলাম এক হর্ম্ম্য রচিত প্রস্তরে
ভূমি-মগ্ন, স্তূপাকার, যেন ক্ষুদ্রাচল।
দিনমণি, বসি অস্ত—পর্ব্বত-শিখরে,
মণ্ডিত করিছে তারে নিজ স্বর্ণ-করে।
যোজন-পর্য্যন্ত তথা নাহি জনালয়;
নির্ভয় হৃদয়ে সদা ভ্রমে শিবাচয়।

২ অকস্মাৎ দেখিলাম, ছায়ার আকার
টিবীতে বসিয়া আছে জনেক কৃষাণ;
বালির ঘটিকা-যন্ত্র বাম করে তার,
দক্ষিণে কর্ত্তনী এক, অতি খরশান।
নম্রভাবে গিয়া আমি তাহার গোচর,
সুধালাম " ওহে বৃদ্ধ কৃষক প্রবর,
এ বৃহৎ অট্টালিকা পূর্ব্বে ছিল কার?
কিরূপে এরূপ দশা ঘটিল ইহার?"

৩ রাগেতে কহিল সেই কৃষাণ তখন;
" জানিস না আমি 'কাল'? ওরে দুরাচার
কি হবে জানিয়া কার ছিল এ ভবন?
পূর্ব্বে যার ছিল তার, এখন আমার।

কোথা সে পাণ্ডব পঞ্চ ? কোথা দুর্য্যোধন ?
চিহ্ন নাই রাজ-সুয়-যজ্ঞের এখন ;
জিজ্ঞাসা করিলে ' কোথা সে সব নৃমণি ?'
' কোথা' ' কোথা' বলিয়া উত্তরে প্রতিধ্বনি ।

৪ " গর্ব্ব করি খনি নর ভূধর দুর্গম,
শিলা আনি রচে হর্ম্ম্য বিবিধ কৌশলে,
হাসি আমি দেখি তার বৃথা পরিশ্রম,
অবশেষে চূর্ণ করি ফেলি পদতলে ।
কত ভূপ নিজকীর্ত্তি রাখিতে জীবিত,
উঠায় বিজয়-স্তম্ভ স্বনামে অঙ্কিত ;
হয় আমি গুঁড়া করি সে সকল থাম,
নতুবা সে রাজাদের মুচে ফেলি নাম ।

৫ " এই যে বালুকা-যন্ত্র আছে মম হাতে,
নিয়ত ইহাতে আমি মাপি অবসর ;
ফুরায় যাহার বালি, এই অস্ত্রাঘাতে
তাহারে তখনি আমি বিনাশি সত্বর ।
মানুষ ও মানুষের কার্য্য সমুদায়
ক্রমে ক্রমে নাশি আমি আপন ইচ্ছায় ;
পক্ক বা অপক্ক বলি নাহি করি ভেদ,
এই কর্ত্তনীতে করি সবারি উচ্ছেদ ।

৬ " লইতে পরের তত্ত্ব উৎসুকী বিশেষ,
ভুলিয়া আছিস্ তুই আপন বিষয় ;
পরমায়ুঃ-বালি তোর প্রায় হলো শেষ,
এই বেলা কর গিয়া যাহা ভাল হয় ।

এই যন্ত্র বালিশূন্য যে মুহূর্ত্তে হবে,
আর না পারিবি তুই থাকিতে এ ভবে;
যদ্যপি মিনতি, স্তুতি করিস্ তখন,
সে সকল হবে মাত্র অরণ্যে রোদন।”

৭ কালের পরুষ-বাক্য করিয়া শ্রবণ,
দুঃখেতে হইল পূর্ণ আমার হৃদয়।
ভাবিলাম বৃথা এই মানব জীবন;
বল, বুদ্ধি, যশঃ, কীর্ত্তি বৃথা সমুদয়।
সকলি অনিত্য যদি এই ধরা-ধামে,
মৃত্যু বই আর কিছু নাই পরিণামে,
নশ্বর বিষয়ে কেন করি আকিঞ্চন ?
করিব সংসার ত্যজি সন্ন্যাস-গ্রহণ।

৮ এমন সময়ে স্বর্গ হতে অবতরি,
নবীনা রমণী এক দিল দরশন;
মানব-মহিলা-গণ জিনিয়া সুন্দরী;
দক্ষিণ করেতে দূর-বীক্ষণ শোভন।
হাসি হাসি সুধামুখী কহিল আমায়;
“ শুনিয়াছি কাল যাহা বলেছে তোমায়;
উহার কথায় কেন ত্যজিছ উদ্যম ?
সংসার অসার বলা সুধু মাত্র ভ্রম।

৯ “ লয়ে এই দৃষ্টি-যন্ত্র কর নিরীক্ষণ,
সম্মুখেতে সীমাহীন সৌভাগ্য জলধি—
কালের কি সাধ্য করে তোমারে নিধন ?
আত্মার কি মৃত্যু আছে ? স্থায়ী নিরবধি—

কীর্ত্তির যা চিহ্ন তাহা হতে পারে ক্ষয়;
কিন্তু 'কীর্ত্তি' কদাচিৎ লোপ নাহি হয়।
যদিও পাণ্ডবদের নাই রাজধানী,
তাদের যশের তবু হয় নাই হানি।
১০ "মানুষের কর্ম্ম নয় কালের অধীন;
মৃত্যু পরে তার ফল আত্মাসহ যায়।
সৎকর্ম্মেতে নিযুক্ত থাকিবে প্রতিদিন;
চরমে পরম সুখ লাভ হবে তায়।
ত্রিদিব বাসিনী আমি, নাম মম আশা;
লোকের হিতের জন্য মর্ত্ত্য লোকে আসা।
যখন বিষাদ-মগ্ন দেখি কারো মন,
তখনি তাহার দুঃখ করি বিমোচন।
১১ "দেখ কত জ্ঞানিগণ আমার বচনে,
দুস্তর বিদ্যার সিন্ধু অনায়াসে তরে;
কত বীর প্রাণ দেয় শত্রুসনে রণে;
স্বদেশের স্বাধীনতা সাধিবার তরে।
আমার আশ্বাস পেয়ে, যত কবিগণ
যত্ন করি কত কাব্য করে প্রণয়ন।
পারে কি হরিতে 'কাল' তাহাদের নাম?
যাহাদের যশে পূর্ণ এই পৃথ্বী-ধাম।"
১২ শুনিয়া আশার বাণী, আমার হৃদয়ে
পুনরায় উৎসাহের হইল সঞ্চার;
কোমল কমল যথা রবির উদয়ে
আবার প্রচার করে শোভা আপনার।

সে অবধি আমি এই করিয়াছি পণ,
সৎকর্ম্মে করিব সুধু জীবন ক্ষেপণ ;
ইহাতে ঈশ্বর-কৃপা যদি লাভ হয়,
কালের করাল অস্ত্রে কিসে তবে ভয় ?

দুঃখ।

'দুঃখ,' তব এই ভীম নাম উচ্চারণে,
ভয়ের সঞ্চার কার নাহি হয় মনে ?
দেখি ও করাল, কাল মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
পাষাণ সমান বক্ষঃ কাঁপে থর থর।
যে কোন স্থানেতে তব হয় পদার্পণ,
তখনি সে স্থান হয় মরুর মতন ;
শুকায় তৃণের দল তব পদ-তলে,
পুষ্প সব ম্লান হয় নিশ্বাস-অনলে।
দেখি হেন ভীষণ ব্যাপার সমুদায়,
'নরক-রক্ষক' বলে সকলে তোমায়।
ফলে ইথে তাহাদের জানা যায় আড়ি।
পর দোষ ধরে সবে নিজ দোষ ছাড়ি
সত্য বটে, সাধু আর পাপী মতি-হীনে
উভয়েই কষ্ট পায় তোমার অধীনে,
কিন্তু এ দুয়ের প্রতি অদ্যাপি তোমার
দেখি নাই কখন সমান ব্যবহার।
ক্লেশে কভু সাধু-চিত্ত হয় না বিকল,
সুবর্ণে বিবর্ণ যথা করে না অনল ;
তার বিপরীতে দেখ দুর্জ্জনের মন,
তৃণবৎ ভস্ম করে বিপদ-দহন।

মোহিনী ভগিনী তব, নাম যাঁর 'আশা,'
হন তিনি ধার্ম্মিকের সদা ক্লেশ-নাশা,
বর্ত্তমান কষ্ট হতে আকর্ষিয়া মন,
চরম-পরম-পদ করান দর্শন।
পরদ্বেষী, পরিবাদী, পাপমতি যারা,
সঙ্কটে তাঁহার দেখা নাহি পায় তারা।
'নিরাশা' রাক্ষসী, মেলি বিকট বদন,
তাহাদিগে গ্রাসিতে আইসে প্রতিক্ষণ ;
সঙ্গে তার 'অনুতাপ' নামে অনুচর ;
যম-দণ্ড জিনি যার যাতনা দুষ্কর।
অতএব যারা তব অবিচার রটে,
মিথ্যা দোষ দেয় তারা সপ্রমাণ বটে।

মানবের মদগর্ব্ব করিতে দমন,
তোমারে বিশ্বের পতি করিলা সৃজন।
প্রভুর প্রেরিত বলি, বিনীত অন্তরে,
ভীষণ শাসন তব সহ্য যেই করে,
সেই জন তব হাতে পায় জ্ঞান-ফল ;
কণ্টকি-মৃণালে যথা মিলে শতদল।
যদিও তোমারে দেখি লোকে ভয় পায়,
সতত মঙ্গল-ময় তব অভিপ্রায়।
'কপট-মিত্রতা' আর 'যথার্থ-প্রণয়'
তব আগমনে শুধু সুগোচর হয় ;
'অলীক-আমোদ' যত, দেখি ও বদন,
হাসি রঙ্গে লয়ে সঙ্গে, করে পলায়ন ;

দৈবাধীন অধিষ্ঠান কর তুমি যথা,
অবিলম্বে 'বিবেক,' 'নম্রতা' এসে তথা।
তোমার সহিত মম চির-পরিচয়;
তব দোষ, গুণ আমি জানি সমুদয়।
যদ্যপিও ছিলে তুমি শিক্ষক কঠিন,
তুমিই নোয়ালে মম হৃদয় নবীন;
তোমা হতে শিখিলাম ধীরতার ফল,
আলস্যের কত দোষ, শ্রমের কুশল;
তোমারি দারুণ-দণ্ড করিয়া স্মরণ,
অপরের অশ্রু জলে ভিজে মম মন।
এ ঘোর সংসার চক্রে, যদি কদাচিৎ,
পুনরায় দেখা হয় তোমার সহিত,
পূর্ব্ববৎ যাতনা দিওনা, দণ্ডধর;
উগ্র-মূর্ত্তি ধরিওনা আমার গোচর;
কোমল-হৃদয়া 'দয়া' তনয়া তোমার,
স্বাতি-বিন্দু সম শুভ অশ্রু-কণা যাঁর—
'ধৈর্য্য' বীর, তব ধীর অজেয় কুমার,
বহিতে সক্ষম যিনি তব গুরু ভার—
ইহাঁরা উভয়ে যেন থাকেন নিকটে;
অনায়াসে পারি যাতে তরিতে সঙ্কটে।

ঈশ্বরস্তোত্র।

হে বিভো! অখিলাধার! নিরাকার! নির্ব্বিকার!
সত্য-জ্ঞান-চিদানন্দ-ময়!
প্রীতি ভক্তি হৃদে ধরি, তোমারে প্রণাম করি,
হে অনাদে! অনন্ত! অক্ষয়!
সৃজন, পালন, লয়, তব ইচ্ছা-মতে হয়,
তোমার শক্তির নাহি সীমা;
আমি, অল্প বুদ্ধি ধরি, বর্ণিব কেমন করি
ও তোমার অপার মহিমা?
যেই দিকে করি দৃষ্টি, তোমার বিচিত্র সৃষ্টি,
তুষ্টি রসে মগ্ন করে মন—
শিরোপরে নীলাকাশ,—পদতলে সুপ্রকাশ
ক্ষেত্র সব শ্যামল বরণ।
তোমার ভজনা জন্য, কায কি মন্দিরে অন্য?
এই ধরা মন্দির তোমার;
মুক্ত-কণ্ঠে, এই স্থলে, গান করি কুতূহলে,
'জয় বিভু বিশ্বের আধার।'
বায়ু সন্ সন্ রবে, মর্ম্মরে বিটপি-সবে,
কল-কল-স্বরে যত ধুনী
তোমার মহিমা গায়; অবোধ আমরা হায়!
ও সকল শুনেও না শুনি।

এ

অশেষ প্রকারে তব জ্ঞান, শক্তি, ভব-ধব,
বিজ্ঞাপন করিছে স্বভাব ;
কি আকাশ, কি ভূতলে, সর্ব্বদা, সকল স্থলে,
বিদ্যমান তোমার প্রভাব।
দীপ্তি-রূপে দিবাকরে ; স্নিগ্ধ-ভাবে শশধরে ;
প্রকাশ-স্বরূপ তারাগণে ;
গুরুত্ব পৃথিবী, জলে ; ব্যাপ্তি-রূপে নভোস্থলে ;
গতি, তেজ, পবন, দহনে ;
লতা, বৃক্ষে রসভাব ; প্রাণ রূপে আবির্ভাব,
সমুদয় জীবের অন্তরে ;
তোমাতে করিয়া ভর, বাঁচিতেছে চরাচর,
ভূচর, খেচর, জলচরে।
অনন্ত উপায়ে তুমি, পালিতেছ এই ভূমি,
জীবদের কুশল কারণ ;
ভক্ষ্য দ্রব্য যার যাহা ; সদা যোগাইছ তাহা,
আর আর যাহা প্রয়োজন।
আহা ! কিবা সুকৌশলে ! সিন্ধু হতে, বাস্পছলে,
বারি বিন্দু উঠে নভোস্থলে ;
তথা মেঘ-রূপ ধরি, কৃষকে কৃতার্থ করি,
বৃষ্টি রূপে পড়ে ভূমণ্ডলে।
কত কত তড়িত্বান, শৈল-শিরে পেয়ে স্থান,
নদী রূপে হয়ে প্রবাহিত,
নানা দেশ বেড়াইয়া, সুখৈশ্বর্য্য বাড়াইয়া,
মিলে পুনঃ সাগর সহিত।

তোমার বিধান মত, ভ্রমিতেছে অবিরত,
পৃথিবী, আদিত্য, নিশাপতি ;
অসংখ্য তারক চয়, ধূমকেতু জ্যোতির্ম্ময়,
নিজ নিজ পথে করে গতি।
ষড় ঋতু, ক্রমে ক্রমে, তোমার আজ্ঞায় ভ্রমে ;
প্রাণীদের সাধিতে মঙ্গল ;
মাস, পক্ষ, তিথি, বার, দিবা, নিশি অনিবার
কাল চক্রে ঘুরিছে কেবল।
অনুবীক্ষণের বলে, এক কণা মাত্র জলে,
দেখা যায় জীবের সঞ্চার।
অবনী-মণ্ডলোপরে, কত জীব বাস করে,
সংখ্যা করে সাধ্য হেন কার ?
এ বৃহৎ ধরাতল, মানবের বাসস্থল,
জগতের কণা বই নহে ;
বুঝিব কি ? বিশ্বপতে, কত জীব এ জগতে
তোমার কৃপায় বেঁচে রহে।
দৃশ্যমান এ জগৎ পূর্ব্বেতে ছিলনা সৎ ;
তোমাহতে উদ্ভব ইহার ;
ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভিন্ন, তুমি হে অপরিচ্ছিন্ন,
বিশ্বরূপী নহ, বিশ্বাধার।
যেমন কঙ্কণ, হার, স্বর্ণ-ময় অলঙ্কার ;
দধি যথা হয় দুগ্ধ-ময় ;
তদ্রূপ, হে বিশ্বকার, কদাচিৎ এ সংসার
তোমার অবস্থা-ভেদ নয়।

মাটি হতে যে প্রকার, কুম্ভ গড়ে কুম্ভকার,
হয়ে মাত্র নিমিত্ত-কারণ ;
সে প্রকার, বিশ্বপতে, তুমি অন্য দ্রব্য হতে,
কর নাই জগৎ সৃজন।
অন্যে অসম্ভব যাহা, তোমাতে সম্ভব তাহা ;
তুমি শ্রেষ্ঠ, তারা ক্ষুদ্র-মনা ;
স্বভাবে স্বাধীন হও ; স্বনিয়ম-বদ্ধ নও ;
কার সঙ্গে তোমার তুলনা ?
তব জ্যোতিঃপ্রতিভাস, জীবাত্মায় সুপ্রকাশ ;
ঘটে ঘটে যথা সূর্য্যকর।
জীবাত্মা প্রতিমা তব, একাত্ম কেমনে কব ?—
পরমাত্মা তুমি, পরাৎপর।
তত্ত্বমসি-বাদী যারা, প্রভেদ না মানে তারা,
রজ্জুতে ভুজঙ্গ-ভ্রম কহে ;
সে কথা না শুনি আমি ; তুমি এ জীবের স্বামী,
আত্মা সৎ, ভ্রান্তি কভু নহে।
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জলে, আত্মার নিত্যতা বলে ;
আমি কিন্তু সৃষ্ট বলি মানি ;
তব ইচ্ছা অনুগত, হতে পারে ক্ষণে হত ;
তুমি এক নিত্য আছ জানি।
তবে যে জীবাত্মাচয়, অমর স্বরূপ রয়,
সে কেবল তোমারি কৃপায় ;
আপনি মঙ্গলালয়, সদত মঙ্গল ময়,
সমুদায় তব অভিপ্রায়।

সমদৃষ্টে, সদাশিব, দেখ তুমি সর্ব্ব জীব ;
পতঙ্গ, মাতঙ্গ এক মত।
কিবা নীচ, কিবা উচ্চ, কি মহৎ, কিবা তুচ্ছ,
সবে এক নিয়মানুগত।
যে নিয়ম অনুসার, জল-বিন্দু গোলাকার,
সেই নিয়মেতে গোল ক্ষিতি ;
শাখাচ্যুত পত্রগণে, ভূমি-গত যে কারণে,
তাহাতেই জগতের স্থিতি।
শক্তি তব চমৎকার ! নৈপুণ্যের নাহি পার ;
মম ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত।
বুঝিবার সাধ্য নাই, স্তব্ধভাবে থাকি তাই ;
হয়ে মাত্র বিস্ময়ে পূর্ণিত।
যদিও সামর্থ্য-হীন, আমি মূঢ়-মতি দীন,
তবু আমি তোমার সন্তান ;
কৃপাময় কৃপা করি, মনের মালিন্য হরি,
দেহ বস্তু-বিচারণ-জ্ঞান।
মর্ম্ম-বোধ হবে যত, জানিতে পারিব তত,
চমৎকার কৌশল তোমার ;
ঘুচিবে সন্দেহ সব, স্পষ্ট হবে অনুভব,
স্নেহ তব জীবে যে প্রকার।
জননী, পুত্রের প্রতি, প্রিয় পতি প্রতি, সতী,
কত স্নেহ, কত প্রীতি ধরে ?
তোমার প্রেমের কাছে, তার কি তুলনা আছে ?
বিন্দু যথা সিন্ধুর গোচরে।

ধন্য সেই, সুখী সেই, জ্ঞানচক্ষে দেখে যেই,
তব প্রেমে ব্যাপ্ত চরাচর ;
সামান্য প্রেমেতে তার মানস কি মজে আর ?
ভূমানন্দ লভে নিরন্তর।
এ সংসারে প্রিয় যারা, কিবা পুত্র, কিবা দারা,
চিরকাল জন্য কেহ নয় ;
তুমি মাত্র হও নিত্য ; তোমাতে লাগালে চিত্ত,
নাহি থাকে বিচ্ছেদের ভয়।
ভ্রান্ত হয়ে এত দিন, রয়েছি বিষয়ে লীন,
পরমার্থ হয়ে বিস্মরণ ;
এ দোষ না লবে, নাথ, নিবেদি যুড়িয়া হাত,
আমি মূঢ়-মতি অভাজন
সামান্য আমার বল ; মহাবল রিপুদল,
মনোরাজ্য করে অধিকার ;
আত্মীয় ইন্দ্রিয় যারা, বিপক্ষের পক্ষ তারা ;
কোন দিকে না দেখি নিস্তার।
পতিত জনের পতি ! তুমি অগতির গতি !
দুর্ব্বল জনের বলাধার !
তব কৃপা হলে পর, পঙ্গু লংঘে ধরাধর,
অন্ধে পায় দৃষ্টি পুনর্ব্বার।
তোমা ভিন্ন দয়াময়, কারে করি সমাশ্রয় ?
রিপু কুল করিতে দমন।
ইহাদিগে করি বশ, তোমার অসীম যশ,
দিবা নিশি করিব কীর্ত্তন।

পরিবর্ত্ত।

রজনীর পর দেখ দিবার উদয় ;
যামিনী আগতা পুনঃ দিবা হলে লয় ;
কৃষ্ণ পক্ষে দিন দিন ক্ষীণ শশধর ;
শুক্ল পক্ষে পুনঃ তার বাড়ে কলেবর।
এখন নিদাঘ-তাপে তাপিতা যে রসা,
রস-পূর্ণা হবে ইহা আইলে বরষা ;
আবার শরদ ঋতু হইলে আগত,
প্রাবৃষা পলাবে লয়ে দল বল যত।
ক্ষণ পূর্ব্বে হাস্য-মুখী ছিল যে প্রকৃতি,
ঝড়েতে উহার কত হতেছে বিকৃতি !
ক্ষণ পরে পুনরায় করিবে ঈক্ষণ
মেঘ-মুক্ত স্মের-যুক্ত উহার বদন।
এই রূপে কাল-চক্রে ঘুরিছে সংসার—
প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্ত হাসি, হাহাকার।
উঠিতেছে যাহারা এখন ভাগ্য-বলে,
দুরদৃষ্টে তারা পুনঃ নামিবে সকলে ;
দুর্ভাগ্য-তিমিরে যারা পতিত এখন,
অচিরে সেবিবে তারা সৌভাগ্য-কিরণ।
ত্রিভুবন জয় করি, অমরে যখন
দাস-কর্ম্মে নিযুক্ত করিল দশানন,

একথা কখন সে কি করিত বিশ্বাস ?
বানরে বা নরে তারে করিবে বিনাশ।
যে সময় ভরত, মারীচ-তপোবনে,
খেলা করে বেড়াইত কাননে কাননে,
শকুন্তলা মনে আশা ছিল কি এমন
পৃথিবীর অধিপতি হইবে নন্দন ?
পরিবর্ত্ত-ময় এই সংসার-জলধি ;
ইহাতে জুআর ভাটা বহে নিরবধি।
অতএব বুধগণে করি মনোস্থির
সম্পদে সুশীল হবে, বিপদে সুধীর।
কিবা দুঃখে, কিবা সুখে, সন্তোষ যাহার,
মানুষ তাহারে বলি ; মানুষ কে আর ?

তমিস্রার প্রতি উক্তি।

হরিতে দিবার ক্লেশ, করিতে দুঃখের শেষ,
ধরিয়া তিমির-বেশ, এস, এস, যামিনি;
একাকিনী কমলিনী, বিরহে রহে মলিনী;
প্রমোদিনী সংযোগিনী সমুদায় কামিনী।
তব শুভ-আগমনে, গগনে দেবতাগণে
ছড়ায়েছে হৃষ্ট মনে তারা পুষ্প-কলিকা;
যৌবনী অবনী-বালা রাখে আগে ভরি ডালা,
মল্লিকা-যুথিকা-মালা মধুকর-পালিকা।
গোপাল, গো-পাল লয়ে, বাসে আসে হৃষ্ট হয়ে;
দিবার উত্তাপ সয়ে, সুখী তোমা পাইয়া।
পক্ষিগণ-কলরব, ক্রমে হলো অপহ্নব;
নিদ্রাগত বুঝি সব, কুঞ্জ বাসে যাইয়া।
সুধু মাত্র নিশাচরী উলুকী, আলোর অরি,
ভক্ষ্য প্রতি লক্ষ্য করি, উড়িতেছে সঘনে;
মাঝে মাঝে বাদুড়ের পাখা শব্দ পাই টের;
চাঁদ আর চকোরের দেখা নাই গগনে।
স্নিগ্ধ হল বসুমতী; মন্দগতি সদাগতি;
ত্রিভুবন রতিপতি অধিকার করিল।
হেরি তব অধিষ্ঠান, মানিনীর গেল মান;
বিরহি-জনের প্রাণ, একেবারে হরিল।

এস, এস, বিভাবরি, নিদ্রাদেবী-করধরি ;
সে তোমার সহচরী শোক-তাপ-হারিণী ।
অথবা আপন সঙ্গে, স্বপ্নে ডাকি আন রঙ্গে ;
যার মায়া ভুরু-ভঙ্গে সৃষ্টি-লয়-কারিণী ।
নহে এই নদী-কূলে, চারু নীপতরু-মূলে,
দুগ্ধ-নিভ-শয্যাভুলে, রব ধরা শয়নে ;
ভাব-ময় এই মন ;—কত ভাব প্রতিক্ষণ
দিবে আসি দরশন নিমীলিত নয়নে ।
যে সব স্বজনগণ ত্যজিয়াছে এ ভুবন,
একে একে এইক্ষণ দেখা দেয় আসিয়া ;
দূর-স্থিত-বন্ধু যারা, বহুদিনাবধি হারা,
নেত্রোৎসব করে তারা ; দেশ ভেদ নাশিয়া ॥

আকাশের প্রতি।

অনাদি, অনন্ত তুমি! অসীম বিস্তার!
অখণ্ড-মণ্ডলাকার! ব্রহ্মাণ্ড আধার!
উচ্চ মধ্যে অদ্বিতীয় উচ্চতম হও;
আমাদের নয়নের গতি গম্য নও।
কোটী কোটী পৃথিবী, আদিত্য, শশধর
ঘূর্ণ্যমান তোমাতে হতেছে নিরন্তর;
ভয়ঙ্কর ধূমকেতু—যাহার উদয়ে
মানবে উৎপাত গণে ত্রাসিত হৃদয়ে—
জ্ঞান হয় যেন তব ক্ষুদ্র অনুচর;
আজ্ঞায় দাঁড়ায় পাশে লইয়া চামর।
এরূপ তোমায় হেরি অসীম, মহান,
বিশ্বাধিপ-প্রতিবিম্ব করি অনুমান;
ঘটে, মঠে, সর্ব্বত্র বিরাজ তুমি যথা,
সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা বিদ্যমান তথা।
সামান্য আমার হায়! বাক্যের ভাণ্ডার,
কেমনে অনন্তরূপ প্রচারি তোমার?
খণ্ডভাবে দেখে তোমা যেমন নয়ন,
সেরূপ স্বরূপ আমি বর্ণিব এখন।
অস্তাচলে এ সময় যান দিনকর;
পশ্চিমেতে কিবা তব শোভা মনোহর!

রক্ত আর পীত বর্ণে নানা ঘন ঘটা
হিঙ্গুল, হিরণ্য জিনি ধরিয়াছে ছটা।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ, ওই মেঘচয়
নিশাগমে ম্লান ভাব ধরে সমুদয়।
অতঃপর শশী আসি, বসি তব ভালে,
দুই লোক ঢাকে সান্দ্র চন্দ্রিকার জালে ;
ক্রমে ক্রমে তারাগণ দিতেছে দর্শন ;
সংখ্যাতীত মুক্তাফলে শোভে ও বদন।
এ সময় সবে, মুগ্ধ হবে তব ভাবে,
যাহার যেমন মন সে তেমন ভাবে।
ঊর্দ্ধ-দৃষ্টে কৃষকের মানস মোহিত—
'আহা! কি শ্যামল ক্ষেত্র কুসুম-মণ্ডিত!'
কৃষ্ণ-প্রেম-রসে মগ্ন যে জনের মন,
তোমাতে সে শ্যামরূপ করে নিরীক্ষণ ;
চন্দনে চর্চ্চিয়া অঙ্গ, বনমালা পরি,
হৃদয়ে কৌস্তুভ যথা ধরেন শ্রীহরি,
জ্যোৎস্নালোক-শুভ্র তথা তব নীলকায়
সেইরূপ শোভা পায় চন্দ্র-তারকায়।
এ মহী-ভুবন যারা নাট্যশালা বলে ;
চন্দ্রাতপ দেখে তারা তোমার মণ্ডলে ;
দীপ্তিমান কাচদীপ তুল্য শোভাকর,
ঝুলিতেছে কোটী কোটী নক্ষত্র-নিকর।
পুষ্করিণী-কূলে বসি, সীমন্তিনী-কুলে
বলাবলি করে সবে তব রূপে ভুলে ;

" স্বর্গ-সরোবর ওই, কে বলে আকাশ ?
" নীলিমা নির্ম্মল নীরে নিরখি নির্য্যাস ;
" কুমুদ ফুটেছে ওই, চাঁদ কভু নয়—
" তারা নয়, ছোট সুঁদী কলি সমুদয়।"
স্থিরনেত্রে তব পানে চেয়ে এতক্ষণ,
সিন্ধু বলি ভ্রম মম হতেছে এখন।
সীমা-হীন-বপু তব তীর-হীন-নীর,
বিমল-শ্যামল-বর্ণ, বিপুল-গভীর ;
ফেন-বৎ তারা-পথ দৃশ্য শোভাকর ;
প্রকাণ্ড দ্বীপের ন্যায় ভাসে শশধর ;
উপদ্বীপ-মালা প্রায় তারাগণ জ্বলে ;—
ইচ্ছা হয় উড়ে যাই ও সকল স্থলে !

চন্দ্রের প্রতি।

১ উড়ু-কুল-পতি তুমি! জলধি-নন্দন!
শর্ব্বরীর সার্ব্বভৌম! সুধার আধার!
গগন-মণ্ডল আর এ মহীভুবন
প্লাবিত এখন স্নিগ্ধ-কিরণে তোমার।
যদিও উজ্জ্বলতর দিবাকর-কর,
তব কর তুল্য তাহা নহে মনোহর।

২ প্রান্তর, নিকুঞ্জ-বন, সৌধ-দেবালয়,
গঙ্গার হিল্লোল-হীন সলিল-দর্পণ,
বিষদ-কৌমুদী-মগ্ন হয়ে এ সময়,
রজত-মণ্ডিত প্রায় কেমন শোভন!
এখন পৃথিবী রূপ নিরখি যেমন,
দিবালোকে কে কোথায় দেখেছে এমন?

৩ তৃণশূন্য পুলিন—সিকতা মাত্র সার—
তোমার রশ্মিতে কিবা দেখায় সুন্দর!
এই রূপ এ সংসার, দুঃখের আগার,
কবিতা প্রভাবে ধরে শোভা মনোহর।
বৈদেহীর বন-বাস, নল-বিবরণে
অলৌকিক সুখোদয় নহে কার মনে?

৪ যদিও কলঙ্কে তব অঙ্কিত বদন,
দোষা-কর, দোষাকর কে বলে তোমায়?
তোমারি আলোকে লোকে আলোকে লাঞ্ছন;

মসি-ময় মুখে উহা কে দেখিতে পায় ?
বহুগুণ মাঝে যদি এক দোষ রয়,
সে দোষ যে জন ধরে সজ্জন সে নয়।

৫ সুকোমল মনোবৃত্তি প্রেম আদি করি
দিবসে মুমূর্ষুবৎ ছিল সমুদয়;
এখন আবার যেন নিদ্রা-পরিহরি
জাগিয়া উঠিছে তারা পাইয়া সময়।
তব শুভ আগমনে কুমুদ যেমন
সঙ্কোচ ত্যজিয়া হয় প্রফুল্ল বদন।

৬ এখন সে চারু-মূর্ত্তি পড়ে পুনঃ মনে—
হৃদয়-গগন-শশী কান্তা রূপ-নিধি;—
রাখিয়া এসেছি বাসে যে বান্ধবগণে,
দূরে থাকি হয় তারা মানস-সন্নিধি।
কিন্তু কি বিচিত্র! মনে যাদিগে নেহারি,
তাদেরি কারণে পুনঃ নেত্রে বহে বারি!

৭ নিঃশব্দে এ তরি মম জাহ্নবীর জলে
এ সময় একাকিনী ভাসিছে যেমন,
তুমিও তেমতি ওই আকাশ মণ্ডলে
নীরবে করিছ গতি, চকোর-রঞ্জন!
এইরূপ সত্য-পথে ধার্ম্মিক সুজন
আড়ম্বর-শূন্য হয়ে করেন ভ্রমণ।

৮ পশ্চিম হইতে এক দ্বেষী জলধর
জ্ঞান হয় আসিতেছে গ্রাসিতে তোমায়;
উহার কবলে গেলে তব কলেবর,

আহা! ও সুন্দর ছটা থাকিবে কোথায়?
এরূপ বিপদ-গ্রস্ত হইলে সজ্জন
কি প্রকার দশা হায়! তিনি প্রাপ্ত হন?

৯ দেখিতে দেখিতে, ওহে রজনী-ভূষণ,
প্রবেশ করিলে তুমি জলদ-উদরে;
কিন্তু কিমাশ্চর্য্য! তব বদন এখন
ইন্দ্র-ধনুঃ বেষ্টিত দ্বিগুণ শোভা ধরে!
এমনি দুঃখের জালে হইলে জড়িত
পূর্ব্বাপেক্ষা সাধুচিত্ত দেখায় ললিত।

১০ এক পক্ষ বর্দ্ধমান হও তুমি, চাঁদ,
অপরে ক্ষীণাঙ্গ হয়ে হও অদর্শন;
কৃষ্ণ-পক্ষ গত হলে ও মুখ সুছাঁদ
আবার মোহিত করে সকলের মন।
মানুষের জীবন যৌবন গেলে, হায়!
ফিরে আর কদাচ না আসে পুনরায়!

মেঘের উক্তি।

মহীসুত বটি, কিন্তু নহি মহী-বাসী,
দেবরাজ-দূত আমি গগন-বিলাসী,
কামরূপী, কামগামী, পবন-বাহন,
ভীষ্ম-সম-মহাবল-গ্রীষ্ম-নিসূদন ;
(শর-শয্যাগত যথা গাঙ্গেয় প্রবীর
বৃষ্টি-বাণে বিদ্ধ তথা নিদাঘ-শরীর ।)
নদীর জনক আমি, চাতকের প্রাণ,
দাবাগ্নি হইতে করি পশুগণে ত্রাণ ।
আমার অধীন দেখ যত কৃষীবল ;
আমা হৈতে হয় শুধু তাদের মঙ্গল।
কদম্ব কেতক ফুটে মম আগমনে ;
হরিত-বসনা ধরা আমার কারণে ।
আতপ-তাপিত যত তরু ম্রিয়মাণ,
আমারি কৃপায় তারা পুনঃ পায় প্রাণ ।
বিরহিণী জনে আমি হয়ে অনুকূল,
বিদেশী কান্তের মনঃ করি সমাকুল ।
মম বৃষ্টিপাত প্রতি দৃষ্টিপাত করি,
নেত্র-নীরে ভাসে পান্থ দিবস-শর্ব্বরী ;
বিশেষে কলাপি-বৃন্দ কিঙ্কর আমার,
কেকারবে বৃদ্ধি করে যাতনা তাহার ।

সংযোগী ব্যাকুল-চিত্ত যে ধ্বনি শ্রবণে,
বিরহী কীদৃশ তায় বুঝে দেখ মনে ;
আর কি রমণী-রত্নে উপেক্ষা সে করে ?
উন্মনা হইয়া আশু ফিরে আসে ঘরে।

মায়ারূপ ধরি আমি নুতন নুতন,
কভু সূক্ষ্ম, কভু স্থূল, যখন যেমন।
কখন উন্নত-শীর্ষ গিরি-দুর্গ প্রায়;
কখন মাতঙ্গ, কভু কুরঙ্গের ন্যায় ;
বৃষ্টিগতে হই কভু কার্পাসের রাশি ;
সতরঙ্গ-ছক বৎ কখন প্রকাশি ;
কখন বা লূতা-জাল সদৃশ অম্বরে
আচ্ছাদন করি আমি রবি, শশধরে ;
আখণ্ডল ধনুঃ তুল্য বিচিত্র মণ্ডল
উহাদের মুখ বেড়ি রচি সমুজ্জ্বল।
কখন দিগদ্রি-বৃন্দ-শৃঙ্গে করি ভর,
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরি ব্যাপিয়া অম্বর।
কালরাত্রি সম ঘোর অন্ধকার ঘটা !
বহ্নির বিতান বৎ বিদ্যুতের ছটা !
মহাশব্দে ঝঞ্ঝা সহ হানি দীপ্তাশনি ;
ক্ষণে ক্ষণে পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি।
কখন প্রকট হাস্যে বিকট বদনে,
ধবলিত করি ভূমি শিলা বরষণে।
কখন বা ইচ্ছামত অলক্ষ্য হইয়া।
উচ্চ শিলোচ্চয়ালয়ে থাকি লুকাইয়া।

নিষ্কলঙ্ক নীল নভঃ নিরখিয়া নরে
নিশ্চয় আমার মৃত্যু অনুভব করে ;
কিন্তু যবে পৃষদশ্ব-অশ্ব-আরোহণে,
হাসি হাসি আসি আমি আবার গগণে,
সে সময় সবে হয় বিস্ময়-হৃদয় ;
'কোথা হৈতে পুনঃ এটা হইল উদয় ?'
নীল, পীত, পাটলাদি নানা বর্ণ ধরি,
চিত্রকরগণে আমি শিক্ষাদান করি।
মনোলোভা শোভা মম হেরি তারা হারে,
চেষ্টা করি তুলিতে তুলিতে নাহি পারে।
কখন কাশ্মীর রাগ প্রকাশি এমন,
কাশ্মীর-ললনা-গাল জিনিয়া শোভন।
কখন বা হই যেন দলিত অঞ্জন,
সুকেশা যুবতিদের চিকুর-গঞ্জন।
এ সুখ বরিষা কালে হেরি মম ছবি
নব নব ভাব ভাবে যত নব্য কবি।
তড়িৎ জড়িত অঙ্গ নিরখি আমার,
কেহ ভাবে স্বর্ণ-রেখা কষ্টিতে প্রচার।
অপরে ঠাহরে আমি দেবেন্দ্রের করী,
বিজয় পতাকা রূপে ক্ষণপ্রভা ধরি।
অন্যে কয় তাহা নয় কাফ্রিরাজ-রাণী
শিঁথীতে করেছে আলো কাল মুখ-খানি।
সম্প্রতি আমাতে দেখি ইন্দ্রায়ুধ-ভাতি,
চঞ্চলার দ্যুতি আর বলাকার পাঁতি,

ভাবিছে আমায় কোন ভাবুক রতন,
গোপবেশ-ধারী শ্যাম, মদন-মোহন ।
শিখিপুচ্ছে শোভে তাঁর চূড়া যে প্রকার,
ইন্দ্রায়ুধে সাজিয়াছে মস্তক আমার ।
বনমালি-গলে দোলে বনমালা যথা,
বিঘটিত বলাকার মালা মম তথা ।
কৃষ্ণ-কোল আলো করি থাকেন শ্রীরাধা,
তড়িল্লতা-ভুজে তথা আমি থাকি বাঁধা ।

গঙ্গার প্রতি।

হিমাদ্রি-নন্দিনি গঙ্গে, সুরনদী তুমি ;
তব জন্য ধন্য এ ভারত পুণ্য-ভূমি।
অগণ্য-যোজন-ব্যাপী সলিল তোমার
করিতেছে এই দেশ শস্যের ভাণ্ডার।
যেখানে যেখানে বহে তব শুভ জল,
বর্দ্ধশীল হয় তথা লোকের মঙ্গল ;
তোমা হৈতে বাণিজ্যের কত যে উন্নতি,
তীরস্থ নগরবৃন্দে হয় অবগতি ;
কত-দ্রব্য-পরিপূর্ণ কত জল-যান
আসে যায় তব বুকে ভেটেল উজান !
প্রথমে ইংরাজে যবে নিজ বুদ্ধি-বলে
ভাসাইল বাষ্পীয়-তরণী তব জলে,
লৌহ-বর্ত্ম হয় নাই যখন প্রচার,
সমস্ত বাণিজ্য ছিল করস্থ তোমার।
যদি ও এখন তব সে গৌরব নাই ;
তোমার গুণের অন্ত তবু নাহি পাই।

পুরাণ পুরাণ মুখে কত কথা শুনি—
বিষ্ণু-পদ-স্বেদে তব জন্ম, সুরধুনি ;
অনন্তর বিধাতার কমণ্ডলু-বাস ;
তার পর জটায় ধরিলা কৃত্তিবাস ;—

পতির মাথার মণি নিরখি তোমায়,
হেমাঙ্গিনী চণ্ডী কালী হইলা ঈর্ষায় ;
কিন্তু তুমি, ফেন রূপ হাসির তরঙ্গে,
উপহাস কর তাঁরে মজি রস রঙ্গে।—
‘মন্দাকিনী’ নাম, দেবি, স্বর্গেতে তোমার—
দিবি-বক্ষে শোভা কর যেন মুক্তা-হার।
বিষদ সলিলে তব, বালার্ক-কিরণে,
স্নান করে যে সময় সুরাঙ্গনাগণে,
সে স্থির-যৌবনাদের বদন-মণ্ডল
ভাসে যেন শত শত ফুল্ল শতদল।
পাতালে, প্রবল বেগে, করি কোলাহল,
বহে তব ‘ভোগবতী’-তরঙ্গ তরল।
দুরাত্মা দানব-দলে দলিতে যেমন,
দেবেন্দ্র ভীষণ বজ্র ছাড়েন যখন,
প্রতি-ধ্বনি হয় ঘোর পর্ব্বত-গহ্বরে—
ইতস্ততঃ বন্য পশু পলায় সত্বরে।
ভগীরথে করি তুমি পূর্ণ-মনোরথ
সগর-সন্তানদের হলে মুক্তি-পথ।
সে অবধি নাম তব পতিতোদ্ধারিণী,
উত্তর-ভারত-খণ্ডে সদা বিহারিণী।
জহ্নু মুনি গণ্ডূষেতে পীয়া তব নীর,
কর্ণ-পথে পুনয়ায় করিলা বাহির।
সে জন্য তোমারে লোকে মুনি-কন্যা বলে—
‘জাহ্নবী’ বলিয়া নাম খ্যাত ভূমণ্ডলে।

চন্দ্রবংশ-অবতংস শান্তনু ভূপতি,—
যাঁর যশে পরিপূর্ণ ছিল বসুমতী—
মোহন মাধুরী তাঁর করিয়া দর্শন,
পতি বলি তাঁরে তুমি করিলে বরণ।
পুরুরবা-প্রেমাসক্তা যে রূপে রূপসী
মুনি-শাপে স্বর্গ-ভ্রষ্টা হইয়া উর্ব্বশী,
নৃপ সঙ্গে মর্ত্ত্য-বাস শ্লাঘামানি মনে,
আনন্দে রহিল আসি তাঁহার ভবনে;
তেমনি রহিলে তুমি শান্তনুর ঘরে;
ক্রমে ক্রমে অষ্ট বসু ধরিলে উদরে;
কিন্তু হায় মাতৃ-স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া,
বধিলে সাতটী পুত্র নির্দ্দয়া হইয়া।
অষ্টম গর্ব্ভেতে তব ভীষ্ম অবতার;
ভারতে বর্ণিত ভীম-পরাক্রম যাঁর।
রাজার বিনয় বাক্যে সে সুতে না বধি,
তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল সে অবধি।
পুরাণ কথনে আর নাই প্রয়োজন;
অধুনা যা জানি তাই বলিব এখন।
পিতা তব শৈলরাজ উচ্চ হিমালয়;
জনমের স্থান কিন্তু না হয় নির্ণয়;
অবরোধ করে পথ অনন্ত তুষার;
গঙ্গোত্রীর উত্তরে উত্তরে সাধ্য কার?
কত কত নির্ঝরীর সঙ্গে ক্রীড়া করি,
পিত্রালয়ে শৈশব কাটালে, সুরেশ্বরি;

মৃগরুরু-সমাকীর্ণ দেবদারু বনে,
বিহরিলে ইচ্ছামত তাহাদের সনে।
স্থানে স্থানে মহীধ্রের বক্ষ ভেদ করি,
ঘোর রবে বহে তব প্রখরা লহরী।
লতারজ্জু ‘ ঝোলা ’ সেতু উপরেতে ঝোলে,
পথিকের পদ ভরে ভয়ানক দোলে।
দুই পার্শ্বে তুঙ্গ-শৃঙ্গ পর্ব্বত সকল
প্রকটে বিকট মূর্ত্তি যেন দৈত্যদল;
ভূতলে অটল পদ করিয়া স্থাপন,
মাথা তুলি আক্রমণ করিছে গগন।
কোথাও ত্যজিয়া উচ্চ গিরীন্দ্র-শিখর,
ঝাঁপিয়া পড়িছে তব স্রোত ভয়ঙ্কর:
নিম্নে ঘূর্ণ্যমান সদা ফেনময় নীর!
ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি শ্রবণ বধির!
কিন্তু কি বিচিত্র! আহা! তব হৃদিমাঝে
দিব্য এক ইন্দ্রধনুঃ তথাপি বিরাজে;
যেমন শোকেতে হলে ব্যাকুল অন্তর,
মোহিনী আশার রূপ না হয় অন্তর।
এ প্রকার ভাব ভঙ্গী তোমার ভীষণ
হিমাদ্রি-সদনে সুধু হয় দরশন;
আর্য্যাবর্ত্তে তব আস্য সদা হাস্য ধরে,
তীরে মরকত ক্ষেত্র নেত্রতাপ হরে।
গোমুখী হইতে তুমি নামি হরিদ্বারে,
দক্ষিণ-বাহিনী হলে স্বেচ্ছা অনুসারে;

তার পর বাম দিকে ফিরিয়া, পার্ব্বতি,
প্রাচী অভিমুখে এলে অব্যাহত গতি।
ত্যজিয়া ফরক্কাবাদ—প্রাচীন পাঞ্চাল—
পূর্ব্বকার গর্ব্ব যার হরিয়াছে কাল,—
কাণ্যকুব্জ নগরের উত্তরে আসিয়া,
কালীনদী, রামগঙ্গা সঙ্গেতে মিশিয়া,
বিঠুরের* আড়পার করি প্রক্ষালন,
বন্দি কবি বাল্মীকির রম্য তপোবন,
কত দূরে কাণপুরে আসি অকস্মাৎ
আর এক গঙ্গা সহ তোমার সাক্ষাৎ ;
যে গঙ্গারে ইংরাজ—দ্বিতীয় ভগীরথ—
এনেছে হিমাদ্রি হতে কাটি অন্য পথ।
তথা হতে আরো নিম্নে করি পদার্পণ,
প্রয়াগে যমুনা সঙ্গে তোমার মিলন।
অপূর্ব্ব সেখানে তব সলিলের শোভা ;
নীলোৎপলে শ্বেতোৎপল যথা মনোলোভা ;
কিম্বা শশধর-করে আকাশ যেমন
শুক্ল-নীল-মিশ্র-বর্ণ অতি সুদর্শন।
ত্রিবেণী সকলে বলে, ফলে তাহা নহে ;
তোমার ও যমুনার বারি মাত্র বহে ;
ভারত ছাড়িলা বলি দেবী সরস্বতী,
অন্তর্হিতা বুঝি তাঁর নদীও তেমতি।

---

* বিঠুর—বিখ্যাত 'নানা' সাহেবের বাসস্থান।

বিষম মাঘের জাড়ে কল্পবাস-আশে,
বেণিমাধবের ঘাটে যাত্রিকেরা আসে।
বর্ত্তমান ক্লেশ তারা কিছু নাহি গণে,
কেশ শ্মশ্রু মুড়াইয়া কত শ্লাঘা মনে!
ধন্য তিনি করি যিনি মস্তক-মুণ্ডন,
না করেন পুনরায় কুপথে ভ্রমণ;
নতুবা মুড়ায়ে মাথা বল কিবা ফল?
চিত্ত-প্রায়শ্চিত্ত বিনা কোথায় মঙ্গল?
সাধু! সাধু "তুলসি* !" কবিতা-কমলেশ!
মূঢ়েরে দিয়াছ তুমি ভাল উপদেশ।
'মন না মুড়ায়ে যেই মস্তক মুড়ায়,
'গুরু নাহি চিনে যেই তীর্থাটনে যায়,
'যোগ বিনা করে যেই রাত্রি-জাগরণ,
'গর্দ্দভের তুল্য হয় তারা তিন জন।'
কিন্তু আর ও সব কথায় কাজ নাই।
বর্ণনা ত্যজিয়া কেন ভিন্ন পথে যাই?
উপরে দুর্জ্জয় দুর্গ প্রকাণ্ড আকার,—
প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাংশু যাহার প্রাকার—
নদীদ্বয়, পরিখা বেষ্টিত চারি পাশ—
অক্‌বরের সুকৌশল করিছে প্রকাশ।
ক্ষুদ্র এক গুহা আছে ভিতরে উহার,
যেখানে 'অক্ষয় বট' নাম মাত্র সার।

---

* তুলসিদাস—যিনি হিন্দিভাষায় অত্যুৎকৃষ্ট রামায়ণ কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

প্রয়াগ ছাড়ায়ে, গঙ্গে, আসি বিন্ধ্যপায়,
শীর্ণকায়া হলে তুমি উপল-শয্যায়।
উহার উচ্চতা কাছে ক্ষুদ্রতা তোমার
করি-ধৃত নালবৎ শোভে চমৎকার!
শিখর-বাসিনী দেবী 'অষ্টভুজা' যথা,
উঠিলে অপূর্ব্ব ছবি দৃষ্ট হয় তথা।
সম্মুখে পতিতা তুমি যেন দীর্ঘ বেণী—
ও পারে চিত্রিতবৎ বিটপীর শ্রেণী—
এ দিকে নিক্ষেপ করি নয়ন যুগল,
তরু-শূন্য গিরি-পংক্তি নিরখি কেবল।
কলরব-হীন সদা এ সকল স্থান;
মৌন যেন এখানে আপনি মূর্ত্তিমান।
চন্দ্রিকায় মগ্ন হয় অচল যখন,
অদ্ভুত সুষমা রাশি প্রকাশে তখন।
বন্দি 'যোগ-মায়া* ' দেবী, বিন্ধ্যবাসিনীরে†
অভিষেক করিয়া আপন পুণ্য নীরে,
সুরম্য উদ্যানরাজী-শোভা বৃদ্ধি করি
মির্জাপুরে উপনীতা হলে সুরেশ্বরি।
নূতন 'বরিয়া' ঘাট কিবা শোভাময়!
দুই পার্শ্বে রাজে যার দিব্য দেবালয়।
গাগরী লইয়া কত যুবতী নাগরী
আসে যায় এই ঘাটে যেন মত্ত করী;

---

* অষ্টভুজা দেবীর নাম।
† ইঁহার অপর একটী নাম ভোগ-মায়া।

কেহ কেহ করে স্নান স্খলিত কুন্তলে,
তব জল সুবাসিত করি পরিমলে।
গজমুক্তা মালা সমা, গিরিরাজ-বালে,
বিহরিয়া কিয়ৎক্ষণ মির্জাপুর ভালে,
চরণাদ্রি তলে তুমি এলে ধীরে, ধীরে;
উত্তুঙ্গ দুর্গম দুর্গ শোভে যার শিরে।
গড় মধ্যে আছে বহু সুদৃশ্য ভবন;
থাকে যাতে স্থবির ইংরাজ সেনাগণ।
কেহ বলে 'পাল'-বংশ কোন মহীপাল
নির্ম্মাইয়া ছিল এই দুর্গ বহুকাল;
বঙ্গরাজ্য ছিল যবে বিস্তৃত বিপুল—
বিন্ধ্যহৈতে যথা পূর্ব্ব-সাগরের কূল।
প্রাচীন প্রাসাদ এক হিন্দু-বিরচিত
অদ্যাপি এ শৈলোপরি আছে সুবিদিত।
চরণাদ্রি পরিহরি বহি অবিশ্রাম
এলে তুমি ব্যাসকাশী কাশীরাজ-ধাম।
উপরে হাসিছে গঙ্গা-মহল তাঁহার—
বরষায় শোভা যার অতি চমৎকার।
নিম্নে দেখি ভগবান ব্যাসের আলয়,
অধিষ্ঠিত যথা এক শিব তাম্রময়।
ঘাটের উপরে শ্বেত-প্রস্তর-রচিত
মনোহর মূর্ত্তি তব দেখি সংস্থাপিত।
বর্ষে বর্ষে ব্যাস পূজা সূত্রে এই পারে
মাঘ মাসে মেলা হয় সোম শুক্রবারে।

ত্যজি রামনগর সম্প্রতি, শ্বেতাঙ্গিনি,
কাশী আসি হলে তুমি উত্তর-বাহিনী।
অসী বরুণার মধ্যে বারাণসী-পুরী
অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে আহা! ধরে কি মাধুরী!
পাষাণ-নির্ম্মিত কিবা ঘাট সারি সারি!
অগণ্য সোপান পংক্তি কিবা মনোহারী!
উপরে বিরাজে কত প্রস্তর ভবন!
স্বপ্নবৎ ছবি হেরি মোহিত নয়ন।
অসী-সঙ্গমেতে লল্লা-মিশরের ঘাট,
রম্য হর্ম্ম্য বিভূষিত যাহার ললাট।
তুলসিদাসের নামে ঘাট তার পর,
রামায়ণ যেখানে রচিলা কবিবর।
রামদাস–ঘাট দেখি উত্তরে উহার,
জৈনদের দেবালয় উপরে যাহার।
শিবালয় ঘাটের কি শোভা মনোহর!
সাহজাদাদের * যথা মহল সুন্দর।
(এখন তাদের হায়! নাই সে গৌরব;
একে একে অপহৃত সমস্ত বিভব।)
পরে দেখি হনুমান-ঘাট মনোরম,
শিখ-সম্প্রদায়ীদের যেখানে আশ্রম।
এ সকল ছাড়াইয়া প্রাচীন শ্মশান;
যথা রাজা হরিশ্চন্দ্র, দয়ার নিধান,

---

* তৈমুর কুলোদ্ভব জাঁহাদার সাহের বংশ।

সমুদয় রাজ্যধন করি বিতরণ,
করিয়াছিলেন শেষে শূকর চারণ।
অতঃপর আইলাম ‘কেদার’ ভবনে,
অনাদি বলিয়া যাঁরে মানে ভক্তগণে।
পরে পেশবার * ঘাট দেখি সুগঠিত,
‘অন্নপূর্ণা’ ছত্র যাঁর সর্ব্বত্র বিদিত—
পূর্ব্বে যথা অগণ্য সন্ন্যাসি-দণ্ডিগণ,
প্রতিদিন মনোমত পাইত ভোজন।
পার্শ্বে পুণ্যবতী রাণী ভবানীর † ঘাট,
যাঁহার স্মরণে খুলে হৃদয়-কবাট।
চৌষট্টি-যোগিণী-ঘাট করি পরিহার,
রাণার ‡ মহল দেখি সম্মুখে আমার।
বুরুজ-অলিন্দ কিবা শোভে অশ্মময়!
এ সময় গ্রীষ্মাকুল জনের আশ্রয়।
বিশেষে রসাল ঋতু ক্ষরী আগমনে,
যখন প্রখর বহ, মকর-বাহনে—
বুরুজ মণ্ডপে শুয়ে প্রমদা সহিত,
অদূরে কল্লোল তব শুনিতে ললিত।
কিবা চমৎকার ¶ মুন্‌সি-ঘাটের গাঁথনি!
দেখিলে দর্শক-নেত্র মোহিত অমনি।

---

* পেশওয়া অমৃত রাওকর্ত্তৃক এই ঘাট বাঁধান হইয়াছিল। তিনি পুনাধিপতি পেশবা বাজীরাওয়ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।

† এই ঘাটের নাম সর্ব্বেশ্বর ঘাট। সর্ব্বেশ্বর নামক শিব এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত।

‡ উদয়পুরের রাজবংশ।

¶ শ্রীধর মুন্‌সি নাগপুরের রাজার দেওয়ান অর্থাৎ অমাত্য ছিলেন

অহল্যা রাণীর ঘাট দেখি তার পর;
কীর্ত্তি যাঁর মূর্ত্তিমতী কাশীর ভিতর।
প্রসিদ্ধ দশাশ্বমেধ ঘাটের উত্তরে,
মানসিংহ রাজার* মন্দির শোভা করে;
যে বাটীতে সংস্থাপন করি বেধালয়,
জয়সিংহ স্বীয় যশ করিলা অক্ষয়।
এতদিন তদম্বয়ে মহীপতি গণে
তাঁর এ মহতী কীর্ত্তি স্মরে নাই মনে!
ইতিপূর্ব্বে ইহার দেখিয়া ভগ্ন দশা,
কার নেত্রযুগে নাহি ব্যাপিত বরষা?
অদ্য পুনঃ নবীকৃত নিরখি ইহায়,
চিত্ত হতে সে আক্ষেপ হইল বিদায়।
†যন্ত্র-সম্রাডাদি করি যন্ত্র ছিল যত,
পুনরায় সুরক্ষিত দেখি রীতিমত।
পুনরায়, জয়পুর ভূপের আজ্ঞায়,
গৃহ ছাদ নূতন হতেছে সমুদায়।
বেধালয় ছাড়ায়ে এড়ায়ে ঘাট কত,
সম্প্রতি শ্মশান ভূমে হলাম আগত।
রাজা রাজবল্লভের ঘাট ইহা বটে,
শবদাহ-স্থান এই তব পুণ্য তটে।
যেজনের অস্থি আসি পড়ে তব জলে,
মুক্তিপদ পায় সেই শাস্ত্রে হেন বলে;

---

* মানমন্দির নামে খ্যাত।

† আতপ-ঘটিকা যন্ত্র।

বিশেষতঃ কাশীতে যে মরে তব তীরে,
এ ঘোর সংসারে আর সে কি আসে ফিরে ?
এ হেন বিশ্বাস যার দৃঢ় আছে মনে,
মৃত্যুকালে সে এখানে আনে আত্ম-জনে।
সম্মুখে জ্বলন্ত চিতা নিরখি সম্প্রতি ;
কাছে বসি মুক্তকেশী জনেক যুবতি।
চিত্রের পুত্তলী প্রায় রয়েছে ললনা ;
প্রাণনাথে হারাইয়া বিষাদে মগনা।
নেত্র হতে ধারাকারে ক্ষরিতেছে নীর—
ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাসে হৃদয় অস্থির—
নীরবে অবলা বালা কাঁদিছে কেবল,
নিরাশার প্রতি-মূর্ত্তি যেন অবিকল।
একমাত্র ধন দুষ্ট কাল হরে নিল !
হা ! বিধাত ! ওর কি কপালে এই ছিল ?
ত্যজিয়া শ্মশান-ভূমি সজল নয়নে,
মণিকর্ণিকার ঘাট নিরখি এক্ষণে।
কাশীখণ্ডে বিবরিত মাহাত্ম্য যাহার,
স্নান মাত্র পাপ তাপ নাহি থাকে আর।
অদূরে বিরাজে বিশ্বেশ্বরের মন্দির
*কনক-মণ্ডিত যার শেখর রুচির
প্রায় নিত্য এইখানে যাত্রীদের মেলা ;
পর্ব্ব দিনে বাড়ে আর লোকেদের ঠেলা।

---

* মৃত রাজা রণজিত্‌ সিংহ এই মন্দিরের চূড়া স্বর্ণ-মণ্ডিত করিয়াছিলেন।

লম্পট নাগর যত লইয়া নাগরী
এখানে বিহরে রঙ্গে লজ্জা পরিহরি।
যথার্থ একথা বটে, কিছু মিথ্যা নয়,
'যত বড় তীর্থ তত পাপের আলয়'।
বুড়ুয়া-মঙ্গলে গঙ্গে তোমার উপরে
কত কাণ্ড হয় তাহা নির্ণয় কে করে?
তেমন অপূর্ব্ব মেলা আর মা কি আছে?
মাহেশের স্নান যাত্রা কোথা তার কাছে?
বজরা, উলাক আর ডিঙ্গী অগণন
একবারে ছেয়ে ফেলে তোমার বদন;
প্রত্যেক নৌকায় হয় নৃত্য, গীত, রঙ্গ;
যুবক যুবতী যোগে রসের তরঙ্গ।
ধনীদের তরণীতে বড় ধুমধাম;
আবির গোলাব বৃষ্টি তথা অষ্টযাম।
সে সব স্মরিয়া আর কি ফল এখন?
ক্রমান্বয়ে ঘাট শোভা করি নিরীক্ষণ।
বৈজাবাই ঘাট ওই হতেছে লক্ষিত;
কুলাঙ্গনা স্নান হেতু প্রাচীর বেষ্টিত।
উহার অত্যল্প দূরে দেখি চমৎকার—
সিন্ধিয়ার* ভগ্ন ঘাট প্রকাণ্ড ব্যাপার।
পার্শ্বেতে বিরাজে গঙ্গা-মহল † উজ্জ্বল;
রাধাকৃষ্ণ প্রতি-মূর্ত্তি যথা নিরমল।

---

* গোয়ালিয়র দেশাধিপতি।

† এই প্রাসাদ পূর্ব্বে বেণীরাম পণ্ডিতের ছিল। তদপরে ইহা বিখ্যাত নানা সাহেবের হস্তগত হইয়াছিল। অধুনা

উন্নত উপলময় বাঁধের কি শোভা !
এ তোমার বক্ষঃ হতে কিবা মনোলোভা !
উহার উত্তরে শোভে ঘোসলার (১)ধাম,
পূর্ব্বেতে কাঁপিত বঙ্গ শুনি যার নাম ;
নাগপুর হতে যেই দুরন্ত নরেশ
বর্গী-সৈন্য লইয়া লুটিত পূর্ব্বদেশ।
ক্রমে নিম্নে আসি আমি করি দরশন
বালাপন্থ(২) প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ নূতন।
অতঃপর মনোহর বালাজী(৩) নিলয়
আকর্ষণ করিতেছে মম আঁখিদ্বয় ;
সারি সারি দ্বার আর গবাক্ষ সকল
দূর হতে চিত্রবৎ কেমন উজ্জ্বল !
পঞ্চগঙ্গা ঘাট দেখি উত্তরে উহার,
কার্ত্তিকে যেখানে হয় মেলা চমৎকার।

গবর্ণমেণ্ট ইহা কাড়িয়া লইয়া মহারাজা সিন্ধিয়াকে সমর্পণ করিয়াছেন।

( ) নাগপুরাধিপতি বিখ্যাত রাঘব জী ঘোসলা অথবা ভোঁসলা এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাতে শ্বেত মর্ম্মর বিরচিত লক্ষ্মী নারায়ণ এবং সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে।

(২) মহারাজা সিন্ধিয়ার বর্ত্তমান দেওয়ান। এই প্রাসাদে শ্বেত প্রস্তর রচিত লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি আছে।

(৩) বাজীরাও পেশবা কর্ত্তৃক এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে লক্ষ্মণ বালাজী নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। বাজীরাওয়ের উত্তরাধিকারী নানা সাহেব রাজবিদ্রোহী হইলে গবর্ণমেণ্ট এই প্রাসাদ অধিকার করিয়া মহারাজা সিন্ধিয়াকে অর্পণ করেন।

তখন পদ্মিনী জিনি পদ্মিনী নিকরে
বিচিত্র বেশেতে কিবা ঘাট আলো করে!
বিশেষে যামিনী যোগে, তব দিব্য তটে
প্রজ্জ্বলিত দীপমালে কি ছটা প্রকটে!
আহা! 'বেণিমাধবের ধ্বজা' সে সময়
দেখিলে না মুগ্ধ হয় কাহার হৃদয়?
হিন্দু নাম দিয়া ওরে লোকে কেন কহে?
যবন ভজনাগার-ভুজ বই নহে(১)।
দূর হতে অকস্মাৎ জ্ঞান হয় হেন
বিশাল গগন-ভেদী দৈত্য-বাহু যেন।
অবশেষে রাজঘাট সম্মুখে উদয়;
পুরাতন সৌধ এক যথা দৃষ্ট হয়।
এই স্থানে ছিল রাজা বনারের ধাম;
যাঁহা হতে এ পুরীর বনারস নাম।
সিপাহি-বিদ্রোহ-দিনে ইংরাজ সুধীর
এখানে স্থাপিয়া ছিল সেনার শিবির।
গ্রাবা-হর্ম্ম্য-কিরীটিনী কাশী পরিহরি
প্রাচীমুখী পুনঃ তুমি হলে, সুরেশ্বরি;
কত দূরে বক্রগতি গোমতী তটিনী
তোমাতে মিলিল আসি নগেশ নন্দিনি;
অতঃপর গাজীপুর স্পর্শে তব নীর;

---

(১) এই মসজিদ অওরঙ্গজেব (অথবা আলমগীর) বাদশাহ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

কর্ণ(ও)য়ালিসের(৫) যথা সমাধি-মন্দির।
আতর গোলাব জন্য খ্যাত এই স্থান ;
পুরোপান্তে শোভে কত গোলাব উদ্যান।
কর্ম্মনাশা ছাড়াইয়া বকসর গ্রাম ;
ত্রেতায় তাড়কা যথা বধিলা শ্রীরাম।
অধুনা এখানে ইংরাজের অশ্বালয় ;
লালিত পালিত যথা হয় কত হয়।
বকসর পরে ভৃগু মুনির আশ্রম,
তব সঙ্গে যথা শাখা-সরযু-সঙ্গম।
এ পবিত্র তীর্থ হতে প্রায় ত্রিযোজন,
দেহা আর শোণ সঙ্গে তব সংঘটন।
সন্নিকট দানাপুর দেখিতে রুচির ;
ইংরাজ সৈন্যের যথা অপূর্ব্ব শিবির।
অল্পদূরে দেখা যায় তোমার উপর,
প্রাচীন পাটলীপুত্র পাটনা নগর।
পূর্ব্বেতে ওখানে ছিল উদ্যান প্রচুর,
এ জন্য উহার নাম হল পুষ্পপুর।
অধুনা তাদৃশী শোভা কিছু মাত্র নাই,
গোটাকত ভাঙ্গাঘাট দেখিবারে পাই ;
দ্বি সহস্র বর্ষ প্রায় করিল প্রয়াণ,
চন্দ্রগুপ্ত-রাজধানী ছিল এই স্থান ;

---

(৫) লর্ড কর্ণওয়ালিস—যিনি দুইবার গবর্ণর জেনেরল পদাভিষিক্ত হইয়া ভারতবর্ষে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন।

কুটিল কৌটিল্য* যারে, অপূর্ব্ব কৌশলে
রাজপাট দিল, নন্দ-বংশ নাশি ছলে।
এই স্থানে অশোকের ছিল সিংহাসন ;
যে রাজা আপন কীর্ত্তি করিতে বর্দ্ধন,
উঠাইয়া জয়স্তম্ভ নগরে নগরে,
প্রচারিল বৌদ্ধ মত দেশ দেশান্তরে।
নবাব আজিমোশ্বান, যবনাধিকারে,
বেহারের রাজধানী করিল ইহারে ;
নির্ম্মাইল রম্য হর্ম্ম্য এখানে বিস্তর ;
অদ্যাবধি তার নামে খ্যাত এ নগর।
গুরু গোবিন্দের জন্ম বলে এই স্থলে ;
শিখদের প্রাদুর্ভাব যাঁর শিক্ষাবলে।
ও পারেতে হরিহর দেবের মন্দির ;
তোমাতে মিলিল যথা গণ্ডকীর নীর।
মহাতীর্থ বলি উহা কথিত পুরাণে ;
গজ কচ্ছপের যুদ্ধ হইল ওখানে।
বর্ষে বর্ষে ওই স্থলে রাস-পূর্ণিমায়,
যে প্রকার মেলা হয় বলা নাহি যায় ;
গজ, বাজী, গো, মহিষ আদি পশুচয়
কত যে বিক্রয় হয় কে করে নির্ণয় ?
সিবিল সৈনিক আদি শ্বেত কান্তি কত
অশ্বচক্রে পড়ি হয় বাহ্যজ্ঞান-হত।

---

* চাণক্যের পিতার নাম 'কুটিল' এজন্য তাঁহাকে কৌটিল্য বলা যায়।

পাটনা ত্যজিয়া, গঙ্গে, আনন্দে ভাসিয়া,
পুনঃ পুনা নদী সঙ্গে একত্রে মিশিয়া,
উর্ব্বরা মগধ-ভূমি করিয়া ভ্রমণ,
কত দূরে মুঙ্গেরে করিলে পদার্পণ।
জরাসন্ধ-কারাগার নাজানি কোথায়;
সম্মুখে যাবনী দুর্গ পতিতাবস্থায়।
অদূরেতে সীতাকুণ্ড—খ্যাত প্রস্রবণ;
উষ্ণজল যাহা হতে উঠে অনুক্ষণ।
মুঙ্গের নগর হতে জাহাঙ্গিরা আসি,
মন মুগ্ধ হয় হেরি তব শোভারাশি
জল মধ্যে গিরি-শৃঙ্গ কিবা চমৎকার!
দেউলের কিবা শোভা উপরে উহার!
অগৌণে ভগলপুর নিরখি, ভবানি,—
পূর্ব্বকার চম্পাপুরী—অঙ্গ রাজধানী।
ইহার দক্ষিণ দিকে হয় সুগোচর
সমুদ্র-মন্থন-দণ্ড মন্দর ভূধর।
ভগলপুরের সীমা করি পরিহার,
উত্তীর্ণ কাহালগায়* প্রবাহ তোমার;
যথা তিন শৈল খণ্ড রাজে তব জলে;
যাদিগে ভীমের ভার অজ্ঞ লোকে বলে।
অঙ্গদেশ ছাড়াইয়া দেখি মনোহর
মতিঝর্ণা প্রস্রবণ পর্ব্বত উপর;

---

* কহোল নামক ঋষির বাসস্থান।

পরে রাজমহল নিরখি তব ধারে,
মহারাজা মানসিংহ স্থাপিলা যাহারে।
যে সময় ছিল ইহা সুজার* আসন,
ইহার ছটার সীমা ছিলনা তখন;
সে সকল শোভারাশি এখন কোথায়?
গোটাকত প্রাসাদ কেবল দেখা যায়।
রাজবাটী আদি কত সৌধ-নিকেতন
হইয়াছে জনহীন গহন কানন!
ভগ্নদশা সমুদয় অট্টালিকা চয়!
এখন কেবল বন্য পশুর আশ্রয়!
ধন-জন-মহৈশ্বর্য্য-সকলি বৃথায়,
মৌন ভাবে এই শূন্য নগরে জানায়।
মানুষের যত গর্ব্ব কালে খর্ব্ব হয়,
পৃথিবীতে কোন বস্তু চিরস্থায়ী নয়।
দেশ দেশান্তর হতে শিল্পিগণে আনি,
সাজাইল সুজা যবে এই রাজধানী,
কখন কি তার মনে হইত এমন?—
কান্তার হইবে তার এ সব ভবন।
দুই শত বর্ষে এত পরিবর্ত্ত হায়!
পূর্ব্বকার অহঙ্কার স্বপনের প্রায়!
ত্যজি রাজমহলের পার্ব্বত প্রদেশ,
সমভূমি বঙ্গে, গঙ্গে, করিলে প্রবেশ।

---

* সাহসুজা—সাহ জাহান বাদসাহের পুত্র এবং অওরঙ্গ জেবের ভ্রাতা।

অতঃপর নারদাদি নদ নদী কত
তোমার চরণে আসি হইল প্রণত।
পুষ্ট কলেবরা হয়ে তাদের সলিলে,
অবাধে গভীর নীরে বহিয়া চলিলে।
বিশাল যৌবন ভরে উথলি দুকূল,
পদ্মানামে বহে তব প্রবাহ বিপুল।
ভ্রাতা তব ব্রহ্মপুত্র, বহুদিন পরে
আবার তোমারে পেয়ে, প্রফুল্ল অন্তরে,
আপনার প্রিয়বন্ধু বঙ্গ-পারাবারে,
হাতে হাতে সম্প্রদান করিল তোমারে।
সাগরের ক্রোড়ে, পদ্মে, সঁপিয়া তোমায়,
ভাগীরথী তীরে তব আসি পুনরায়।
উভয় তটেতে কিবা দৃশ্য শোভাকর!
কত পল্লি-গ্রাম! কত শ্যামল প্রান্তর!
প্রত্যেক বাঁকেতে তব নব নব ছবি
দেখিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হয় নব্য কবি।
কোন স্থানে চাষেতে নিযুক্ত চাষাগণ;
কোন স্থানে গোপালকে করে গো-চারণ।
কুত্রাপি বংশের বংশ নুয়ায়ে শরীর
বক্রভাবে আলিঙ্গন করে তব নীর।
কোন স্থানে শিবের মন্দির পুরাতন,
অশ্বত্থ সহস্র ভুজে করে আলিঙ্গন;—
কিবা তথা উভয়ের বিম্ব, পদতলে,
অধোমুখে লম্বমান, কম্পমান জলে।

কোন স্থানে মহাকায় বহু-পদ বট
পত্র-ছত্র ধরি ছায়া করে তব তট ;
ঝুরি নামি যেন কত হইয়াছে থাম,
নব প্রেম উপযুক্ত গোপনীয় ধাম।
কোন স্থানে পক্ষাকার-চারু-পত্র-ধারী
নারিকেল গুয়াগাছ দেখি সারি সারি।
কুত্রাপি কোকিল-কুল কাকলী-কূজিত
শোভে সহকার কুঞ্জ ফলে বিভূষিত ;
যাহার সৌরভ ভার বহিয়া পবন
জলপথ-যাত্রীদের মুগ্ধ করে মন।
সলিলে সলীল খেলে পোনামাছ দলে,
যাহাদিগে মাছরাঙ্গা ধরে সুকৌশলে ;
বৃহৎ রোহিত মৎস্য ঈষৎ রোহিত
লম্ফদিয়া জল হতে হয় সমুত্থিত।
কত কত শুশুক—মশোক সম কায়—
উঠিয়া উলটি পুনঃ জল মধ্যে যায়।
চরে চরে চরে জলচর পক্ষি-পাঁতি
বালি-হংস, চক্রবাক আদি নানা জাতি।
স্থিরভাবে কোন খানে মীন অপেক্ষায়,
বক দাঁড়াইয়া ভণ্ড তপস্বীর ন্যায়।

তব তীর নীর, গঙ্গে, শোভার ভাণ্ডার ;
প্রত্যেকে বর্ণিতে পারে হেন সাধ্য কার ?
প্রধান প্রধান দৃশ্য দেখি যে সকল
সে সকল শুধু মাত্র বলিব কেবল।

সম্মুখে মুর্সিদাবাদ—নবাবী নগর—
বাঙ্গালার নাজিমের আবাস সুন্দর।
পূর্ব্বে এই নবাবের জাঁক ছিল যত,
ইংরাজাধিকারে তাহা প্রায় সব গত।
তথাপি ইহাঁর সমুজ্জ্বল রাজ-বাটী
বরষায় তব জলে শোভে পরিপাটী।
অদ্যাপি ময়ুরপংক্তি-ছিপ শত শত
ভেদ করে তব নীর তীর তারা মত।
এড়াইয়া অতঃপর কাসিম বাজার,
বহরমপুরের শিবির হয়ে পার,
প্রসিদ্ধ পলাসী গ্রামে হলাম আগত;
সিরাজুদ্দৌলার ভাগ্য যথা অস্তগত;
ছলে বলে তাঁর সৈন্য জিনিয়া যখন,
এদেশে স্থাপিল ক্লা (ই) ব ইংরাজ শাসন।
কোথা সেই আম্র কুঞ্জ দেখিতে না পাই
একটি বিটপী বই চিহ্ন তার নাই।
বিখ্যাত সে রণ-ক্ষেত্র তব গর্ভ-গত;
সুধু তার নাম মাত্র আছি অবগত।
সম্প্রতি পলাসী-পল্লী ত্যজি, সুরেশ্বরি,
কত কত গ্রাম-সীমা অতিক্রম করি,
সুবিখ্যাত নবদ্বীপ বিরাজে যেখানে
খড়ে নদী সঙ্গে তুমি মিলিলে সেখানে;—
যে নদীর ধারে কৃষ্ণনগর উজ্জ্বল
কৃষ্ণচন্দ্র ভুপতির ছিল বাস-স্থল।

প্রাচীন বিদ্যার স্থান এই নবদ্বীপ ;
বঙ্গভূমে একমাত্র জ্ঞানের প্রদীপ।
ন্যায়-শাস্ত্র-শিরোমণি খ্যাত ‘শিরোমণি
এই স্থানে করে ছিল তাহার টিপ্পনী।
বৈষেশিকে বিশেষ নিপুণ মতিমান
‘জগদীশ’-বাসস্থান ছিল এই স্থান।
এই স্থলে আগমবাগীশ বামাচার
ভয়ঙ্কর তন্ত্র মত করিল প্রচার।
এই স্থলে ছিল পুনঃ গৌরের আলয়,
প্রীতি রসে পূর্ণ ছিল যাঁহার হৃদয় ;
জাতি-ভেদ প্রাণি-বধ করি নিবারণ
সর্ব্বজীবে দয়া যিনি করিলা স্থাপন।
সার্দ্ধ ছয়শত বর্ষ হইল বিগত,
ভূপতি লক্ষণসেন, বল-বুদ্ধি-হত,
ত্যজি এই রাজধানী সভয় অন্তরে,
ফেলে গেল বঙ্গ রাজ্য যবনের করে।
নদীয়া ত্যজিয়া শান্তিপুর গণ্ডগ্রাম ;
ধুতি সাড়ী উড়ানিতে খ্যাত যার নাম।
অতঃপর কত পল্লী করি পরিহার,
নিরখি ত্রিবেণী-ঘাট সম্মুখে আমার।
মুক্ত-বেণী এ ত্রিবেণী যুক্ত-বেণী নয়,
পরম পবিত্র তীর্থ সপ্তর্ষি-নিলয়।
কত পণ্ডিতের ইহা, ছিল বাসস্থান,
তার মধ্যে ‘জগন্নাথ’ সবার প্রধান।

কতক্ষণে হুগলী, চুচুঁড়া দৃষ্টি করি—
পূর্ব্বে পোর্টুগীজ আর ডচের নগরী—
প্রথমা পুরীতে আহা! দেখি কিবা শোভা!
আশ্চর্য্য এমামবাড়া জন-মনোলোভা!
দ্বিতীয়ায় তব তটে নয়ন-রঞ্জন,
বিরাজে কালেজ হর্ম্ম্য বিচিত্র গঠন।
অদূরে ফরাসডাঙ্গা—ফরাসিস-পুরী—
বিকাশে তোমার তীরে মনোজ্ঞ মাধুরী!
ওপারে দক্ষিণে দেখি মূলাযোড় গ্রাম—
কবি-কুল-চূড়া রায় গুণাকর ধাম!
কিছু নিম্নে চাণক সিপাহি-বাসস্থান;
যার কাছে শোভে দিব্য অপূর্ব্ব উদ্যান।
পশ্চিম পারেতে পুনঃ করি আগমন
দেখিয়া শ্রীরামপুর তৃপ্ত দুনয়ন—
ডেনদের অধিকারে নবতী বৎসর
প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল যে নগর।
পশ্চাতে বল্লভপুর গ্রামে উত্তরিয়া,
রাধাবল্লভের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া;
হইলাম মাহেশের ঘাটে উপনীত
স্নান-যাত্রা মেলা যথা ভুবন বিদিত।
পূর্ব্বপারে খড়দহ— * গোস্বামি-বসতি—
অধিষ্ঠিত যথা শ্যাম-সুন্দর মূরতি—

* নিত্যানন্দ গোস্বামী।

পানিহাটি—যথা মঞ্জু মাধবীর মূলে
রাঘব পণ্ডিত সুনিদ্রিত তব কূলে—
তার পর বরাহনগর—কাশীপুর—
প্রত্যেকে দর্শকে দেয় আনন্দ প্রচুর।
অবশেষে কলিকাতা উদিতা নয়নে—
ভারতের রাজধানী ইংরাজ শাসনে।
সম্মুখে নিরখি শুধু মাস্তলের বন;
জাহাজে জাহাজে ঢাকা তোমার বদন।
উপরে উন্নত হর্ম্ম্য শোভে সারি সারি—
সংখ্যা করি কভু আমি ফুরাতে কি পারি?
যে দিকে ফিরাই আঁখি করি দরশন
নূতন নূতন ধারা ইষ্টক ভবন।
সার্দ্ধ শত বর্ষ পূর্ব্বে পল্লী ছিল যাহা,
দিব্য সৌধময়ী পুরী হইয়াছে তাহা।
অগণ্য বিপণি পূর্ণ প্রত্যেক বাজার;
বাণিজ্যের দ্রব্য তায় অনন্ত প্রকার।
জনতা প্রবাহে রুদ্ধ পথ শত শত;
গাড়ী, জুড়ী, নর-যান কি বলিব কত?
মহা কোলাহল ধ্বনি শুনি নিরন্তর,
শ্রবণ বধির হয়, বিকল অন্তর।
দক্ষিণে প্রকাণ্ড দুর্গ ইংরাজ-নির্ম্মিত;
চারিদিকে গড়বন্দি পরিখা বেষ্টিত।
বুরুজে বুরুজে রাজে কামান সকল—
নিমেষে নাশিতে ক্ষম লক্ষ অরিদল।

দুর্গমাঝে সেনাদের সুন্দর অগার ;
স্তূপাকার অস্ত্র শস্ত্র অশেষ প্রকার।
কেল্লা ত্যজি আদি-গঙ্গা তরঙ্গে ভাসিয়া,
সিদ্ধপীঠ কালীঘাটে অগৌণে আসিয়া,
করাল-বদনা কালী—বিলোল-রসনা,
মন্দির ভিতরে গিয়া নিরখি ভীষণা ;
ছাগরক্তে অবিরত প্লাবিত প্রাঙ্গন ;
কালী "কালী" ঘোররবে স্থির নহে মন।
তথা হতে তব নীরে ফিরে এসে সুখে,
তব সঙ্গে যাই গঙ্গে সিন্ধু অভিমুখে।
ভাটায় ভাসায়ে তরী, ঢুকি বাদাবনে,
কত শত শাখা তব নিরখি এক্ষণে !
যদিও সুন্দর-বন পূর্ব্ববৎ নাই,
তথাপি সুন্দর বন দেখিবারে পাই ;
হটাৎ বাঘের দেখা যদি ও না মিলে
কুম্ভীর প্রচুর তব গম্ভীর সলিলে ;
খর্জ্জুর বৃক্ষের মত প্রকাণ্ড আকার
দেখিয়া হৃদয়ে ভয় নাহি হয় কার ?
অতঃপর দৃশ্য হয় ঘোর পারাবার ;
উত্তুঙ্গ তরঙ্গ পূর্ণ যাহার বিস্তার।
সম্মুখে কেবল জল হরিত বরণ,
আকাশের সীমাবধি অগণ্য যোজন।
অতি দূরে দেখিতেছি একটী জাহাজ,
পক্ষ মেলি উড়িতেছে যেন পক্ষিরাজ।

মহা তীর্থ খ্যাত এই সাগর-সঙ্গম ;
পৌষ পূর্ণিমায় হয় যাত্রি-সমাগম।
সাগর-নির্ম্মাতা সগরের পুত্র যত
এই খানে মুনি * শাপে হয়ে ছিল হত ;
যাদের মুক্তির হেতু রাজা ভগীরথ
তোমারে আনিল সঙ্গে দেখাইয়া পথ।
এক শত বর্ষ পূর্ব্বে অজ্ঞ বাপ মায়,
প্রাণ তুল্য সন্তানেরে মানিয়া তোমায়,
অক্লেশে তাহারে নিক্ষেপিত এই নীরে ;
অমনি ভক্ষিত আসি হাঙ্গর কুম্ভীরে।
ইংরাজেরে ধন্য বলি ; যাহার আজ্ঞায়
এহেন নিষ্ঠুর প্রথা হয়েছে বিদায়।
এই ক্ষুদ্র পঙ্গু ভেলা করিয়া আশ্রয়,
সিন্ধুতে ভাসিতে আর সাহস না হয় ;
অতএব উজান বাহিয়া তব নীরে,
তববরে সরিদ্বরে, দেশে যাই ফিরে।
যেমনে যে মনে তোমা যে ভাবে যে ভাবে,
তুমি দেখা দেহ গঙ্গে তারে সেই ভাবে।
শক্তিরূপা মুক্তি-দাত্রী দৃঢ় ভাবি মনে,
ভক্তিভাবে তব পূজা করে ভক্ত গণে।
পুণ্যাতিথি দশহরা † আজি সুপ্রভাত
তব জলে স্নানে সদ্য পাতক-নিপাত।

---

* কপিল মুনি।
† এই পদ্য দশহরা দিবসে আরম্ভ হইয়াছিল।

আবাল তরুণ বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ মিলে,
পবিত্র করিছে কায়া উলিয়া সলিলে ;
চাল, কলা, ধূপ, দীপ, অগুরু চন্দন,
পূজকেরা রাশি রাশি করে আয়োজন ;
শ্রীখণ্ড-রসেতে আর্দ্র কুসুমের মালা
প্রত্যেক নৈবেদ্যে আছে পরিপূর্ণ ডালা।
বাজিতেছে শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল, কত ;
পূজা হেতু আয়োজিত ছাগ শত শত।
ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতবর্গ তদ-গদান্তরে,
শ্লোক পড়ি কত তব স্তব পাঠ করে।—
" সুরধুনী তুমি, গঙ্গে ! হর-শিরোমণি !
" ভব-ভয়-বিনাশিনী ! পতিত পাবনী !
" ত্রিদিবেশ-কুলেশ্বরী ! ত্রিগুণ-ধারিণী !
" ত্রিতাপহা ! ত্রিপথগা ! ত্রিলোক-তারিণী !
" কলির কলুষ হতে করিতে উদ্ধার,
" তোমা ভিন্ন, শৈলসুতে, শক্তি আছে কার ?
" তব তুল্য ভকত-বৎসলা কে জননি ?
" ভক্ত নামে, ভাগীরথি, বিকালে আপনি।
" জ্ঞানাতীত, দেবি, তব অলৌকিক ক্রিয়া,
" ঊর্দ্ধগামী কর লোকে নিম্নগা হইয়া ;
" রবি শশী রাহু-গ্রাসে পড়িয়া যেমন,
" করেন এ মর্ত্ত্য-লোকে পুণ্য বিতরণ।
" তব কুলে শরট করট হয়ে রই ;
" তোমা ছাড়া দেশে যেন রাজা নাহি হই।"

জলে ডুব দিয়া যত কুল-বালাগণে
পুণ্যোদয় হলো বলি শ্লাঘা মানে মনে।
স্নান-ক্রিয়া সমাপিয়া, নমি তব পায়,
অর্দ্ধ-বৃদ্ধা কত জনা পুত্র-বর চায়।
কোন নারী ভক্তিভাবে করি তবার্চ্চনা,
তনয়ের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করিছে প্রার্থনা।
বিরহ-ব্যাকুলা কোন নবীনা যুবতী
বর মাগে যোড়করে করিয়া মিনতি;
" অবিলম্বে যেন নাথ এসেন অগারে,
" তিনি এলে পূজা দিব ষোড়শোপচারে।"
মলিন-বদনা কোন কুলীন-ললনা—
তবধ্যান-পরায়ণা সজল নয়না—
পতি-সঙ্গ-লালসায় হয়ে ব্যগ্র-মনাঃ,
সতিনীগণের মৃত্যু করিছে কামনা।
রসিক ভাবুক যারা, তারা তব জলে
নায়িকার প্রতিচ্ছায়া দেখে কুতূহলে।
সম্প্রতি নিদাঘে, হেরি তোমার বদন,
অনুভব করে তারা নবীন যৌবন;
তরঙ্গের ছলে বুক ক্রমে বৃদ্ধি পায়,
মদন তপন তাপে ঈষদুষ্ণ কায়!
বরষায় পুষ্ট দেহ দেখিয়া তোমার,
ভাবে তারা প্রগল্ভার যৌবন-বিস্তার;
নির্ম্মল বালিকা-ভাব থাকে না তখন,
সঙ্গম-লালসা-লোল পঙ্কিল জীবন;

ত

বিভ্রমেতে নাভি যথা দেখায় যুবতী,
জলভ্রমি দৃষ্ট হয় তোমাতে তেমতি ;
'নয়ন-হিল্লোলে'ধনী যুব-মন কাড়ে,
তোমার তরঙ্গ রঙ্গে পাড় ভাঙ্গি পাড়ে।
শরদে তোমার স্বচ্ছ বারি বিলোকনে,
সরলা অবলা বলি ভ্রম হয় মনে ;
শ্যামল দু-কূল কিবা দুকুল শোভন !
স্বভাবত অনুদ্ধত মন্থর গমন ;
রজত রসনা রূপে মরাল মণ্ডল
মনোহর সিঞ্জাধ্বনি করে অবিরল।
শীতকালে শীর্ণ-দেহ দেখিয়া তোমার,
কে না বুঝে বিরহের ব্যথার সঞ্চার ?
প্রভাতে কুয়াশা যবে ঢাকে ও বদন
কার না গোচর হয় রোদন লক্ষণ ?
বসন্তে অধিকতর তনু তব তনু
জানায় কেমন রাজ্য করে ফুলধনু ;
নিদয় নিরাশা তাপে শুকায় হৃদয়,
দুখে মুখ শুষ্ক, কিন্তু বাষ্পাকুল নয় !
সামান্য নায়িকা রসে মুগ্ধ থাকে যারা,
তোমাতে ও রূপ ছবি দেখে মাত্র তারা।
সূক্ষ্মদর্শী বিচার-সম্পন্ন জ্ঞানিগণ
ভিন্নভাব তোমাতে করেন দরশন।
অবিশ্রান্ত গতি তব করিয়া স্বীকার,
'কাল' সহ দেন তাঁরা তুলনা তোমার।

উদ্ভব তোমার যথা প্রকাশিত নয়,
কালের জনম-কাল না হয় নির্ণয়;
তোমার জীবন যথা সাগরে মিশায়,
ইহকাল সেই রূপ পরকালে যায়;
তব স্রোত যেমন ফিরে না পুনর্ব্বার,
সময় বহিয়া গেলে না আইসে আর;
পরস্পর যুক্ত যথা তব ঊর্ম্মি-জাল,
কালের প্রবাহে তথা দণ্ড-পল-মাল,
দ্বিবিধ পুলিন আছে তোমার যেমন,
কর্ম্মাকর্ম্ম আছে দুই উহারো তেমন;
(প্রথম পুলিন সদা শস্যে বিভূষিত,
অপর মরুর ন্যায় শিকতা-পূর্ণিত !)
কত রাজা কত রাজ্য তব কূলে গত !
কাল আর তুমি মাত্র আছ সেই মত !
যবে রবি-শশি-বংশ মহীভুজগণ—
বাহুবলে শত্রুদলে করিয়া শাসন—
তব কুলে অশ্বমেধ-যজ্ঞে হতো ব্রতী,—
তখন যে রূপ তুমি বহিতে পার্ব্বতি;
সেই রূপ ছিলে তুমি আবার যখন
পশ্চিম হইতে আসি দুরাত্মা যবন—
সোণার ভারত ভূমি করি ছার খার—
হিন্দুরক্তে আরক্তিল সলিল তোমার।
এখন সে যবনের নাহি সেই দিন,
প্রবল ইংরাজদের সবাই অধীন।

তটে এত পরিবর্ত্ত—তবু কাল বৎ
সাক্ষিরূপা তুমি গঙ্গে রয়েছ শাশ্বৎ !

সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঁক্তি	ভ্রম	সংশোধন
১	১	তাপময়	তাপময়ী
ঐ	৭	নিয়ত শীলন জল	সদা আলোচনা জল
ঐ	৯	বর্দ্ধ-মূল	বদ্ধ-মূল
২	৫	হয়ে তথা উপনীত, সুস্থির করিয়া চিৎ,	সেখানে যাইবা মাত্র, যুড়ায়ে তাপিতগাত্র
ঐ	৬	মুখে গঙ্গাজল	স্নিগ্ধ গঙ্গাজল
ঐ	১৬	গগণে	গগনে
ঐ	১৯	ঈরচন্দ্র	ঈশ্বরচন্দ্র
৩	৩	ছিন্নভিন্ন ভূষা বেশ	অশ্রুভরা গণ্ড-দেশ
ঐ	৪	বামকরে লগ্ন বাম গাল;	সমর্পিত বাম বাম-করে;
ঐ	৬	বিরাজিত সহিত মৃণাল।	সমৃণাল ঘেরা মধু-করে।
ঐ	৮	বিনয়	বিনীত
৪	১৭	নাশিতে তাহার মান দর্প-হারি-ভগবান্	সে দর্প করিতে শেষ, দর্পহারী ত্রিলোকেশ
ঐ	১৮	করিলেন উপায় তাহার।	করিলেন আশু প্রতিকার।
ঐ	২০	হইলা	হলেন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৪	২৪	অতিশয় উন্নত আকার	তেজস্পুঞ্জ শরীর সরল
৫	১	বাহুদ্বয় সুবিশাল,	উন্নত প্রশস্ত ভাল,
ঐ	২	বক্ষঃস্থল বিপুল বিস্তার।	বিশাল কঠিন উরঃ-স্থল।
ঐ	৮	অজ্ঞান-সেনাপতি	অজ্ঞান সেনাপতি
ঐ	১৯	মহামতি,	মহামতি
৬	৬	অতঃপর করিলা	করিলেন তখন
৬	৯	গল-মাল্য বদলিয়া, তখন	গলে মাল্য বদ-লিয়া, তখনি
ঐ	১০	দুজনে করিলা	দোঁহে করিলেন
ঐ	১১	রাগ	ক্রোধ
ঐ	১৩	কিছুদিন পরে তারি, উদর হইল ভারি,	পতি-পরিচর্য্যা ফলে, আপনার ভাগ্যবলে,
ঐ	১৭	মিথ্যা মিথ্যা অনু-মানে, চড়ি বুঝি ব্যোম যানে	মিথ্যা এই মনে জানে, কন্যা তার ব্যোম-যানে
ঐ	১৮	নন্দিনী ভ্রমিছে	ভ্রমণ করিছে
ঐ	২২	ফেলি চলিলেন	ফেলিয়া গেলেন
ঐ	২৪	;	,
৭	৮	করিলা গমন ;	করিয়া প্রবেশ,

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৭	১০	আজ্ঞা দিলা করিতে পালন।	করিলেন পালিতে আদেশ,
ঐ	২১	সহৃদয়	দয়াময়
ঐ	২২	করুণ	মধুর
৮	৩	লয়ে ও	লয়ে ও
ঐ	১৮	উহার	ইহার
ঐ	২২	উহার	ইহার
৯	১৭	ভঙ্গমনে	ভগ্ন মনে
১০	১৪	বসি	বসে
১১	২	একাকী পালঙ্কোপরি শুইয়া প্রাঙ্গনে,	একাকী শয্যায় শুয়েছিলাম প্রাঙ্গনে ;
১৩	১৬	মকর-চিত্রিত	মকর-চিহ্নিত
১৪	২	তথা	যেন
ঐ	৪	তথা	নিত্য
ঐ	৫	শঙ্খ আর ঘণ্টা নাদ না হয় সেখানে	শঙ্খ ঘণ্টা বিনিময়ে ভ্রমর নিকর
ঐ	৬	ভ্রমর গুঞ্জরধ্বনি শুনি মাত্র কাণে	করিছে মঙ্গলধ্বনি শ্রুতি-সুখ-কর।
ঐ	১৬	সম্বর	শম্বর
১৫	২	উৎসুকী	উৎসুকা
ঐ	৭	প্রগল্‌ভ প্রকাশ্য	প্রাগল্‌ভ্য-প্রকাশ্য
ঐ	১৭	প্রদীপ্ত-কর	প্রদীপ্তি-কর
১৬	১৬	যথেচ্ছা গমন	যথেচ্ছ গমন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
১৭	৫	যশাকাঙ্ক্ষা	যশোবাঞ্ছা
১৮	১৬	বিনয়	বিনীত
ঐ	১৮	মানস-মোহিনি	মানস-মোহিনী
১৯	৫	জন্মাবধি বিমাতা আমায় প্রতিকুল;	আজন্ম আমারপ্রতি, বিমাতা বিমুখী;
ঐ	৬	ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মম সদা ঈর্য্যাকুল।	ঈর্য্যায় তাঁহার মন সতত অসুখী।
ঐ	২৪	মন-মুগ্ধ-কর	মন-মোহ-কর
২০	২১	নহে কেন নব নব প্রেমরস ত্যজি,	নতুবা সে নব নব প্রেম কেন ত্যজি
ঐ	২২	বৃথা সে	বৃথায়
২১	২২	তৃপ্ত হবে	তৃপ্ত কর
২২	৭	শীতল শশীর করে	বিমল বিধুরে হেরি
ঐ	১০	তপন-লপন হেরি	ভানু-কর-স্পর্শ ভয়ে
২৩	২৩	বস্ত্র-বাঁধা	বস্ত্রে বাঁধা
২৫	৪	চিরস্থায়ি	চিরস্থায়ী
ঐ	৬	কেন চির-পরকাল মগ্নরবে ক্ষোভে?	কেন তুমি চিরকাল মগ্নরবে ক্ষোভে?
২৬	১	তার সহ পাংশুলার তুলনা কি হয়?	তার সে বিমল শোভা ভ্রষ্টায় কি পায়?

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
২৬	২	জোনাকী কি জ্বলে যথা রবি রশ্মিময়?	কোথায় সহস্র-রশ্মি, জোনাকী কোথায়?
২৭	১২	আর	তুমি
২৮	১১	হয়	হন
ঐ	১২	তার	তাঁর
২৯	৭	মোহভঙ্গে দেখি ঊর্দ্ধে শশী অস্ত শোভা	মোহভঙ্গে দেখিশশী অস্তগত-প্রভা
ঐ	১০	মুখ-ছবি	মুখচ্ছবি
৩০	৯	শঙ্কা	শঙ্কা—
৩০	১৩	স্বরূপ প্রকৃতি	প্রকৃতি যেরূপ
ঐ	১৪	তব হল অবগতি	তুমি বুঝিলে স্বরূপ
৩১	১০	বিস্ময় অন্তর	বিস্মিত হৃদয়;
ঐ	১২	সম্মুখ-গোচর।	সম্মুখে উদয়।
৩১	১৫	নয়নদ্বয়,	নয়নদ্বয়;—
৩২	১৩	অতি হরষিতান্তর,	পুলকিত কলেবর,
৩৪	৩	ইহা পেলে জ্ঞান	ইহা পেলে জ্ঞান হরে,
ঐ	৫	কষ্ট সৃষ্টে	কষ্টে সৃষ্টে
ঐ	১৮	দেখিলা	দেখেন
৩৬	৭	ভঙ্গ-পদ	ভগ্ন-পদ
৩৮	৬	উত্তরিলা	চলিলেন
৩৯	১৬	করেছিলা	করেছেন

পৃষ্ঠা।	পঁক্তি	ভ্রম	সংশোধন
ঐ	২১	সহিত	সহিতে
৪০	৭	প্রলঙ্কর	প্রলয়-কর
ঐ	২১	সাক্ষাৎ কৈলাস সম !	কৈলাস-শিখরো-পম !
৪১	১	কিবা তথা সুশোভন	আহা ! কিবা সু-শোভন !
ঐ	২	গেলে যথা মিলে	যেখানেতে মিলে
ঐ	৩	নিরাশা-কাসার	নিষ্পৃহা-কাসার
৪২	১৭	হবে পুলকিতান্তর	ফুল্ল রবে নিরন্তর
৪৩	৩	তাহাদের সাধু-গন্ধ	তাদের সুরভি গন্ধ
৪৪	৩	মহামোহ দিনকরে	লোভ তীব্র দিন-করে
ঐ	৫	অবোধ মানব পশু মৃগতৃষ্ণা রূপবসু	নর পশু এককালে বিত্তমরীচিকা-জালে
৪৫	১০	ভাবি	ভাবী
৪৮	১৪	পাথারে	সাগরে
৫০	১৯	একামাত্র রবে তুমি শ্মশানে শয়ান ;	একাকী করিবে তুমি শ্মশানে শয়ন ;
ঐ	২০	নলিন-বয়ান ।	নলিন বদন ।
৫১	১৮	পলিত	দুর্গন্ধ
৫২	১	অতি উচ্চ অট্টালিকা পর্ব্বত আকৃতি	মর্ম্মর-গঠিত হর্ম্ম্য রমণীয় অতি

পৃষ্ঠা।	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৫২	৪	একটি খিলানোপরি ছিল অধিষ্ঠান	যারে ধরেছিল সুদ্ধ একটি খিলান।
ঐ	১৫	;	!
৫৪	১৫	সমির	সমীর
৫৫	৩	সাবধানী	সাবধান
৫৬	৫	বৈকুণ্ঠের পতি	জগতের পিতা
ঐ	৬	ছিলা গর্ব্ববতী	ছিলেন গর্ব্বিতা
ঐ	১০	মনন,	মনন।
ঐ	১২	সারদা	শারদা
৫৭	১৬	নিলে বল	নিলে তুমি
ঐ	১৭	ক্রোধেতে জ্বলিয়া	ক্ষীরোদ-কুমারী
ঐ	১৮	কহিতে লাগিলা রমা শ্রীহরি চাহিয়া,	কাতরে হরিরে কন মুখ করি ভারি,
৫৯	১৯	দনুজ-ঈশ্বর	দৈত্যপতি আগে
ঐ	২০	পাদ্য অর্ঘ দিয়া পূজা করিলা বিস্তর,	পাদ্য আর অর্ঘ দিয়া পূজি অনুরাগে,
ঐ	২২	বসাইলা	বসালেন
ঐ	২৩	জিজ্ঞাসা করিলা	প্রশ্ন করিলেন
৬৬	১৯	বলি	বলে
ঐ	২১	উৎসুকী	উৎসুক
৬৮	৭	সৎকর্ম্মেতে	সাধু-কর্ম্মে
৭১	২২	সুগোচর	পরীক্ষিত

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৭২	১	দৈবাধীন অধিষ্ঠান কর তুমি যথা,	ক্ষণকাল মাত্র তুমি থাকহ যেখানে,
ঐ	২	অবিলম্বে বিবেক নম্রতা এসে তথা।	বিবেক নম্রতা আসি বিরাজে সেখানে।
৭৪	৩	কি আকাশ	কি আকাশে
ঐ	৭	নভোস্থলে	নভঃস্থলে
ঐ	১৭	সিন্ধুহতে বাষ্পছলে	সিন্ধুহতে ব্যোমতলে
ঐ	১৮	নভোস্থলে ;	বাষ্পাকারে ;
ঐ	২০	বৃষ্টিরূপে পড়ে ভূ-মণ্ডলে।	ভূমণ্ডলে পড়ে বৃষ্টি ধারে।
৭৫	৯	অনুবীক্ষণের	অণুবীক্ষণের
৭৬	১৩	তত্বমসি	তত্ত্বমসি
৭৮	১১	নাথ,	তাত,
৭৯	১২	স্মের-যুক্ত	স্মিত-যুক্ত
৮০	৯	মনোস্থির	মনঃস্থির
৮১	৪	প্রমোদিনী	আহ্লাদিনী
ঐ	৬	ছড়ায়েছে	ছড়াতেছে
ঐ	ঐ	তারা পুষ্প-কলিকা	তারা-পুষ্প-কলিকা
ঐ	৭	যৌবনী অবনী বালা	মোদিনী মেদিনী বালা
ঐ	১৩	উলুকী আলোর অরি	উলুকী কাকের অরি
ঐ	১৪	সঘনে ;	সগণে ;

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৮১	২০	বিরহী জনের প্রাণ একেবারে হরিল।	বুঝি বিরহিণী প্রাণ দেহ পরিহরিল।
৮২	৫	নহে এই	নতুবা এ
৮৪	৭	ক্রমে ক্রমে তারাগণ দিতেছে দর্শন ;	বড় বড় তারাগণ জ্বলে মনোহর ;
ঐ	৮	সংখ্যাতীত মুক্তা ফলে শোভে ওবদন।	মুক্তাহারে শোভে যেন তব কলেবর
ঐ	১১	উর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ
ঐ	১২	আহা কি শ্যামল ক্ষেত্র	কিবা অহিফেণ-ক্ষেত্র
ঐ	২৩	সীমস্তিনী-কুলে	সীমন্তিনী-কুলে
৮৫	৯	ফেন বৎ তারা পথ	ফেন-নিভ শুভ্র অভ্র
৮৬	৯	বিষদ	বিশদ
৯১	৫	বিস্ময় হৃদয়	বিস্মিত হৃদয়
ঐ	২০	বিজয় পতাকারূপে ক্ষণপ্রভা ধরি।	বিজয়-পতাকা ক্ষণ-প্রভারূপে ধরি।
৯৪	২	হেমাঙ্গিনী চণ্ডী কালী হইলা ঈর্বায় ;	গৌরীদেবী বুঝি কালী হলেন ঈর্ষায় ;
ঐ	৭	বিষদ	বিশদ
৯৭	৯	কতদূরে কাণপুরে আসি অকস্মাৎ	কাণপুরে এলে তুমি ; যেখানে হটাৎ
৯৯	৩	ক্ষুদ্রতা	সূক্ষ্মতা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
১০০	৫	এলে ধীরে ধীরে	আইলে অধীরে
১০০	২২	দেখি সংস্থাপিত	নিরখি স্থাপিত
১০৪	২২	আর	আরো
১০৭	৮	যবন ভজনাগার	যাবন ভজনাগার
১০৭	১৭	গ্রাবা-হর্ম্ম্য	গ্রাব-হর্ম্ম্য
১১০	৬	যাবনী দুর্গ	যাবন দুর্গ
১১১	২	মহারাজা	মহারাজ
১১২	১	অতঃপর নারদাদি নদ নদী কত	অতঃপর মহানন্দা আদি নদী কত
১১৩	৬	সারি সারি	মনোহারী
ঐ	১১	সলিলে সলীল	সলিলে সলীলে
১১৫	৪	তাহার টিপ্‌পনী	গোতম-টিপ্‌পনী
ঐ	৮	তন্ত্র মত	তন্ত্র-মত
ঐ	১৭	নদীয়া ত্যজিয়া শান্তিপুর গণ্ডগ্রাম;	নদীয়ার কিছু পরে শান্তিপুর গ্রাম;
১১৬	৭	ফসাসিস-পুরী	ফরাসিস-পুরী
১১৯	৯	নিঃক্ষেপিত	নিক্ষেপিত
ঐ	২১	দশহারা	দশহরা
১২০	৮	পূজা হেতু	বলি হেতু
ঐ	৯	তদগদান্তরে,	তদগতান্তরে,
ঐ	১৯	অলৌকিক	অলৌকিকী